CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-117 ■ 28 January, 2026 ■ আগরতলা ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৪ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইন্ডিয়া-ইইউ মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব

নয়া যুগের সূচনা ঃ প্রধানমন্ত্রী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ।। মঙ্গলবার ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোনের ঘোষণা করল ভারতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট-এর সমাপ্তি এবং ব্যাপক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব সূচনার মধ্য দিয়ে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও জনগণ-কেন্দ্রিক সহযোগিতার গভীর সম্প্রসারণের সংকেত দিল। এ ঘোষণা ১৬তম ইন্ডিয়া—ইইউ সামিট শেষে আসে, যা ছিল স্মরণীয়; এই সামিটে ইইউ নেতারা ভারতের গণতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন এটি ইন্ডিয়া—ইইউ সম্পর্কের ইতিহাসে প্রথম।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইইউ পরিষদের সভাপতি আন্তোনিও কস্তা ও ইউরোপীয় কমিশনের সভানেত্রী ওরসুলা ফন ডের লিয়েন-এর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই মুহূর্তকে ''নয়া যুগের সূচনা'' হিসাবে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ইন্ডিয়া—ইইউ সম্পর্ক দ্রুত এগিয়েছে; দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এখন ১৮০ বিলিয়ন ইউরো-র বেশি পৌঁছেছে, এবং প্রায় ৮ লাখ ভারতীয় বর্তমানে ইইউ-এর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে ও ইউরোপীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

তিনি আরও বলেন, ''একই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক পরিপূরকতা ও শক্তিশালী মানুষ-মানুষের সংযোগই আমাদের অংশীদারিত্বের মূল ভিত্তি।''

নতুন এফটিএ-কে ''ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধির নীলনকশা'' বলেও বর্ণনা করেন তিনি। এই চুক্তি ভারতের কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প, উৎপাদক ও পরিষেবা ক্ষেত্রে আরও অধিক বাজাব ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাবার কারখানায় অগ্নিকান্ড ক্ষতি প্রায় দুই কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ জানুয়ারি ।। আনন্দবাজার এলাকার অন্তর্গত মধুবন ২ নং এডিসি ভিলেজে গতকাল গভীর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে 'পুংকই ট্রেডার্স' নামে একটি রাবার কারখানার গোডাউন সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫৫ টন (৫৫ কুইন্টাল) রাবার সিটসহ গোডাউন ধ্বংস হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন কারখানার মালিক প্রীতম চন্দ্র নাথ।

কারখানার মালিক জানান, প্রতিদিনের মতো গতকাল কাজ শেষ করে তিনি সন্ধ্যায় আনন্দবাজারে হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন। সেখান থেকে রাত প্রায় ১০টার সময় বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে হঠাৎ আগুনের শব্দ অনুভব করলে তিনি বাইরে বেরিয়ে দেখেন তাঁর কারখানায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর থেকে দুটি, পানিসাগর থেকে একটি এবং কদমতলা থেকে একটি অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে শেষ পর্যন্ত কারখানাটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

মালিকের দাবি, কারখানায় মজুত থাকা রাবার সিটের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই প্রায় ৯৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে। এছাড়া কারখানার ভবন নির্মাণে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। সব মিলিয়ে তাঁর মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এই বিপুল ক্ষতিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন কারখানার মালিক।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও স্পষ্ট ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলন

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ঘিরে চরম ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সপ্তাহে পাঁচ দিনের কাজের দাবিতে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ)-সহ একাধিক ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনের তরফ থেকে আজ দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর জেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ত্রিপুরাটও অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে।

যদিও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে এই ধর্মঘটের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েন গ্রাহকরা। টাকা তোলা, জমা দেওয়া, চেক ক্লিয়ারেন্স-সহ একাধিক জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, টানা কয়েক দিনের ব্যাঙ্ক ছুটির পর এই ধর্মঘট গ্রাহকদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দেয়। শুক্রবার সরস্বতী পুজো, শনিবার চতুর্থ শনিবার, রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস এই চার দিনের ছুটির পর মঙ্গলবারও ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হওয়ায় সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার মুখে পড়েন।

এদিকে, ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নস-এর অন্তর্ভুক্ত নয়টি ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের নোটিস জারি করা হয়েছে। নোটিস অনুযায়ী, ২৬ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকে ২৭ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বৃদ্ধ মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। নিখোঁজ ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে পাওয়ার আশায় বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এক বৃদ্ধ মা। চোখের জলে করজোড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার কাছে আবেদন জানালেন তিনি।

ঘটনাটি সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ আরডি ব্লকের অন্তর্গত মাগুরছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়ার। এলাকার মৃত হারাধন দেবনাথের একমাত্র ছেলে প্রদীপ দেবনাথ (৩৫) গত ১৭ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ। প্রদীপ দেবনাথ পেশায় অন্যের রাবার বাগানে রাবারের কষ সংগ্রহ করতেন। এই কাজই ছিল তার পরিবারের একমাত্র জীবিকা। স্ত্রী, এক সন্তান এবং বৃদ্ধ মা—বাবাকে নিয়ে তার একটি সুখী সংসার ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ১৭ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ছয়টা নাগাদ প্রদীপ বাড়ি থেকে রাবার গাছের কষ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গায়ের জোরে মানুষের মন পাওয়া যায় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একের পর এক কাজ করে যাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। গায়ের জোর দিয়ে মানুষের মন পাওয়া যায় না। কাজের মাধ্যমে মানুষের মন পেতে চাই আমাদের সরকার। মহারাজাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। আর কেউ যদি প্রদত্ত সম্মান রাখতে না জানেন, তবে আমাদের কিছু করার নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আজ দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়িতে আয়োজিত এক যোগদান সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আগামীদিন এই রাজ্য কিভাবে চলবে, দেশ কিভাবে চলবে, কারা আপনাদের সেই দিশা দেখাবে - সেকথা শুনতে আজ এখানে আপনারা সমবেত হয়েছেন। এখন সমস্ত জায়গায় মা বোনেদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কে কাজ করছে সেটা এখন আপনারা বুঝতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের উন্নয়নে চিন্তাভাবনা করছেন। সেটা শুধু মুখের কথা নয়, কাজের মাধ্যমে সেটা করে দেখাচ্ছেন তিনি। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকা রিয়াং শরণার্থীদের জন্য কেউ কিছু করেনি। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় রিয়াং শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি দ্রুত ত্বরান্বিত করা হয়। ১২টি জায়গায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্য সফরে এসে শরণার্থীদের পুনর্বাসন স্থল পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরিদর্শন করে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে আর জয়ী হতে পারবেন না মমতা ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুক্তি চাইছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের আহ্বান জানালেন সংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ পশ্চিমবঙ্গের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশগ্রহণ করে ফের তৃনমূল সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন তিনি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। পশ্চিমবঙ্গ সেখানকার সাধারণ মানুষের। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মুক্তি চাইছেন। বিজেপি সরকার আর্টিক্যাল ৩৭০ সরিয়ে, জম্মু কাশ্মীরকে আলাদা করেছে, রাম মন্দির স্থাপন করে, তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করা কোন ব্যাপার নয়। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎখাত করবে বিজেপি সরকার। বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে আর জয়ী হতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা।২০০২ সালের পরে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

যুবককে অপহরণের ঘটনায় কদমতলায় উত্তেজনা, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ জানুয়ারি ।। কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর চন্দ্রপুরে হরিনাম সংকীর্তনে এসে অপহৃত হল এক যুবক। রাতভর অজ্ঞাত স্থানে থাকার পর মঙ্গলবার ভোরে বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতল ডহর থেকে উদ্ধার হল ওই যুবক। ঘটনায় কদমতলা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বিবরনে অপহৃত যুবক জানায়, সে গতকাল অর্থাৎ সোমবার কুমারঘাট থানাধীন নিদেবি এলাকায় তার বাড়ি থেকে ডেমো ট্রেনে করে ধর্মনগর আসে। পরে শহরের চন্দ্রপুর গর্জনটিলা এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন দেখতে যায় সে। হঠাৎ সেখান থেকে দু" তিনজন যুবক তাকে হাত ও চোঁখ বেঁধে অপহরণ করে বলে জানায়। অপহৃত যুবকের নাম বিশ্বনাথ দাস (৩০) পিতা জয়হরি দাস। সে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরো জানায়, সারারাত পায়ে হেঁটে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর যখন সকাল হয় তখন ওই অপহরণকারী যুবকরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় সে বহু কষ্টে হাত ও চোখ খুলে পালিয়ে এলাকাবাসীদের দ্বারস্থ হয় ও সমস্ত ঘটনা জানায়। তখন এলাকাবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় ৪নং ওয়ার্ডের আব্দুল খালেক ও নাসিমা বেগমের বাড়িতে চড়াও হয় এবং ভাঙচুর চালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, নাসিমা বেগমের ভাই ওইসব মানব ও বিভিন্ন পাচারকারীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাই তাদের সন্দেহ নাসিমা বেগমের বাড়ির উপরই হয়। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তাদের বাড়িতে ভাংচুর চালায় স্থানীয়রা। এদিকে,ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ☛৫ এর পাতায় দেখুন

খয়েরপুর ফাঁড়িতে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে খয়েরপুরের পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাক সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনে দুটি মোটরসাইকেল ও সব আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে আচমকাই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনে পুরো ব্যারাক জ্বলতে শুরু করে। খবর পেয়ে দুটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বেঙ্গালুরুতে ত্রিপুরার তরুণী স্বাস্থ্যকর্মীকে যৌন হেনস্থা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেঙ্গালুরু, ২৭ জানুয়ারি।। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি নগরী বেঙ্গালুরুতে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার হলেন ত্রিপুরার এক তরুণী স্বাস্থ্যকর্মী। চলন্ত গাড়িতে এক "সম্পূর্ণ নগ্ন" ব্যক্তির হাতে তিনি যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার পুলিশ এই ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৪ জানুয়ারি ঘটনাটি ঘটেছে। পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী ওই তরুণী কাজ সেরে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি গাড়িতে করে এক ব্যক্তি তাঁর পিছু নেয়। অভিযোগ, গাড়ির ভেতর ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন এবং তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকেন। বারংবার ওই ব্যক্তি তাঁকে ডাকার চেষ্টা করেন এবং গাড়িটি তাঁর খুব কাছে নিয়ে আসেন।

তরুণীর দাবি, প্রকাশ্য রাস্তায় এই ঘটনা ঘটলেও সেই সময় কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। গোটা ঘটনাটি জানিয়ে ওই তরুণী তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। হেব্বাগোডি থানার এক পুলিশ কনস্টেবল স্থানীয়দের মাধ্যমে ঘটনাটি জানতে পারেন। এরপরই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্তে নামে। তরুণী ত্রিপুরার বাসিন্দা এবং বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। হেব্বাগোডি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ৭৫ (যৌন হেনস্থা) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত এবং গ্রেফতার করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একজন ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা অভিযোগকারিণীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁর বিস্তারিত বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। দোষীকে ধরতে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।' এই ঘটনাটি মহানগরে নারী সুরক্ষা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ ৪০টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। : হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কারণ, বাঁধ নির্মাণের কাজের জন্য তাদের বসতবাড়ি ভাঙা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে বাধ্য হয়েই প্রায় ৪০টি পরিবারের সদস্যরা মহকুমা শাসকের নিকট দারস্থ হয়েছেন। আজ উত্তম সাহার নেতৃত্বে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল এসডিএম মানিকলাল দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ জনগণের ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রতীক ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে গান্ধীঘাটস্থিত শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। সেই সময় তাঁর সাথে ছিলেন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য। এ উপলক্ষ্যে সর্বধর্ম সম্মেলন, গীতা, কোরান, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হয় এবং দেশাত্মবোধক সংগীত গাওয়া হয়।

পরে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ আগরতলার লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়্যাল পার্কে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিক, জওয়ানগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলেও ২৬শে জানুয়ারি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই দিনেই সংবিধান কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে। প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠান শেষে টিএসআর ১১ নম্বর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আলুর বস্তা থেকে উদ্ধার ৪ কোটির কফ সিরাফ, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আলুর বস্তার আড়ালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাফ জব্দ করল বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ দল। ঘটনাটি ঘটেছে আসামের পাথারকান্দি থানাধীন চেরাগী এলাকায়। এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, রবিবার গুয়াহাটি থেকে বহির্রাজ্যে নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় কফ সিরাফ পাচারের গোপন খবর পায় বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে শিলচর সেক্টরের অধীন ১৭১ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন ও পাথারকান্দি পুলিশের একটি বিশেষ দল যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানে চেরাগী এলাকায় একটি ১৪ চাকার লরি আটক করা হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পাথারকান্দি মহকুমার অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিক অনির্বাণ শর্মা, থানার ওসি মানবজ্যোতি বড়ো সহ বিএসএফের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। লরিটি তল্লাশি করে প্রায় ৪০০ বস্তা আলুর আড়াল থেকে ১৫০টি কার্টনে ভরা প্রায় ৩০ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাফ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 28-01-2026, 00:59

জাগরণ আগরতলা,২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং
১৪ মাঘ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারত ও ইউরোপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬-এ স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করিয়াছে। ১৮ বছরের দীর্ঘ আলোচনার পর এই চুক্তিটি এমন এক সময়ে সম্পন্ন হইলো, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ''আমেরিকা ফার্স্ট'' নীতি এবং উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে বিশ্ববাণিজ্যে অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে।ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ু পর্যন্ত করার হুমকি দেওয়ায় এবং ইউরোপের সঙ্গেও বিভিন্ন ইস্যুতে (যেমন গ্রিনল্যান্ড ইস্যু বা জলবায়ু নীতি) সংঘাতে জড়ানোয়, ভারত ও ইউরোপ একে অপরের পরিপূরক হইয়া দাঁড়ায়াছে। বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, মার্কিন শুল্কযুদ্ধ থেকে বাঁচিতে এবং বিকল্প বাজার তৈরি করিতেই দুই পক্ষ এই সমঝোতায় পৌঁছিয়াছে, যাহা কার্যত ট্রাম্পের একতরফা বাণিজ্যিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইতেছে। ভারতের তৈরি পোশাক , চামড়াজাত পণ্য, সামুদ্রিক খাবার , এবং গয়না এখন ইউরোপের বাজারে কোনো শুল্ক ছাড়াই প্রবেশ করিতে পারিবে।

মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমাইয়া ইউরোপের ২৭টি দেশের বিশাল বাজারে ভারতের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হইলো।ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে ভারতে উচ্চ প্রযুক্তির বিনিয়োগ এবং কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি পাইবে।ভারতে ইউরোপীয় বিলাসবহুল গাড়ি এবং ওয়াইনের ওপর থাকা উচ্চ শুল্ক (১১০ু থেকে কমিয়ে ১০-৪০ু পর্যন্ত) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইবে।প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের ভারতীয় বাজারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো আরও সহজে ব্যবসা করিতে পারিবে।ইউরোপীয় কৃষিজাত পণ্য এবং পানীয় ভারতে সস্তায় পাওয়া যাইবে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন একে 'মাদার অফ অল ডিলস' হিসেবে অভিহিত করিয়াছেন।এই চুক্তির ফলে বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫ু এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ এই ব্লকের অধীনে চলিয়া আসিল।

২০৩২ সালের মধ্যে ইউরোপ থেকে ভারতে রপ্তানি দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।যদিও চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তবে এটি পুরোপুরি কার্যকর

হইতে ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময় লাগিতে পারে।কারণ ইউরোপীয় পার্লামেন্টে এর অনুমোদনের প্রক্রিয়া বাকি রহিয়াছে। এছাড়া কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যকে আপাতত এই চুক্তির বাইরে রাখা হইয়াছে।

শুল্কযুদ্ধ ও মার্কিন আগ্রাসনের মাঝেই ট্রাম্পের নাকের ডগায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করিল ভারত। মঙ্গলবার সকালে ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তনিও কোস্টা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভনের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সই করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চুক্তি সই হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এক বিরাট চুক্তি সই হইয়াছে। যাহাকে বিশ্ব মাদার অফ অল ডিলস বলে উল্লেখ করিয়াছে।' এদিকে কূটনৈতিক মহলের দাবি, ভারত ও ইউরোপের এই চুক্তিতে কার্যত একঘরে হইতে চলিয়াছে আমেরিকা।এই চুক্তি ভারত ও ইউরোপের নাগরিকদের জন্য এক বিরাট সুযোগ তৈরি করিবে। এই চুক্তি বিশ্বের প্রধান দুই অর্থনীতির মধ্যে অংশীদারিত্বের এক অনন্য উদাহরণ। আমাদের এই চুক্তি গোটা বিশ্বের মোট ডিজিপির ২৫ শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করিবে।'' এমনিতেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের অন্যতম বড় বাণিজ্য সহযোগী। ২০০৭ থেকে এই চুক্তি নিয়া আলোচনা চলছিল ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে। দীর্ঘ ১৮ বছরের চেষ্টার পর অবশেষে মঙ্গলবার বাস্তবায়িত হইয়াছে ঐতিহাসিক এই চুক্তি। ইউরোপীয় ইউনিয়নে মোট ২৭টি দেশ রহিয়াছে। ২৭টি দেশের এই জোটের সঙ্গে বাণিজ্য সমঝোতায় ঠিক কোন কোন বিষয় রহিয়াছে, তাহা এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি। বর্তমানে ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত গাড়ির উপর ১১০ শতাংশ শুল্ক রহিয়াছে। চুক্তির পর এই শুল্ক কমে ৪০ শতাংশের আশপাশে নামিয়া আসিতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হইলে বিদেশি ওয়াইনের উপরও শুল্ক কমানো হইবে। ফলে দেশের বাজারে সস্তা হবে বিদেশি ওয়াইন। উৎপাদন, প্রযুক্তি, শক্তিসম্পদ, ওষুধের মতো ক্ষেত্রগুলিকে চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে।

রাজ্যের চাহিদার মোট ফুলের ৪০ শতাংশ এখানেই উৎপাদিত হয়: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি হল রাজ্যের অর্থনীতির মূলভিত্তি। এরমধ্যে রয়েছে ধান, সবজি, ফুল ও ফল চাষ, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন, বনায়ন প্রভৃতি। আমাদের রাজ্যে ফুলের যে চাহিদা রয়েছে তার ৪০ শতাংশ এখানে উৎপাদন হয় এবং অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ ফুল বহিঃরাজ্য থেকে আনতে হয়। রাজ্যে বিভিন্ন ফুলের চাষ আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকার কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। গতকাল রবীন্দ্রকাননে আয়োজিত চারদিনব্যাপী চল্লিশতম বার্ষিক পুষ্প ও বাহারি পাতার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ত্রিপুরা উদ্যানপালন সমিতির উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে ১৯৬ জন কৃষক মোট ৭২৩টি পুষ্প ও বাহারিপাতার প্রদর্শন করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কৃষকরা হলেন অন্নদাতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রয়াস নিয়েছে। তিনি বলেন, একটা সময় রাজ্যে বাণিজ্যিক ভাবে ফুলচাষ প্রায় হতো না বললেই চলে। ব্যাঙ্গালুরু, পশ্চিমবঙ্গ, গুয়াহাটি প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ফুল আমাদের রাজ্যে আনতে হতো। বর্তমানে পরিবহন ব্যয় কম হওয়ায় রেলের মাধ্যমে ফুল সহজেই আনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হলে রাজ্যের অর্থনীতির ভীত মজবুত হবে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপি-তে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকদের ধানচাষ ও সবজি চাষের পাশাপাশি মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন, বনায়ন ও নানারকম ফুল চাষেও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই রাজ্যের জিএসডিপি আরও শক্তিশালী হবে। রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু গড় আয়কে আরও শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ফুল ও পাতাবাহার চাষে রাজ্য অনেক এগিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে, মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টি কালচার প্রভৃতি প্রকল্পে কৃষক ও ফুল চাষিদের আর্থিক ভাবে সহায়তা করার জন্য দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর চতুর্থ অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দেশকে আমাদের আরও এগিয়ে নিতে হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ফুলচাষ শুধু আগরতলায় নয় রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ও মহকুমায় এর চাষ সম্প্রসারণে দপ্তরকে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের কুইন আনারস বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বহিরাজ্যে রাজ্য সরকার আনারস বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ১৫ হাজার সুগন্ধি লেবু বহিরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। শুধু আনারস বা লেবু নয় অন্যান্য ফসল কৃষকরা যাতে সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পারে তারজন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া।

প্যাশন প্লে ও রবীন্দ্রনাথ

সুরঞ্জন মিদ্দে

১'প্যাশন প্লে' হচ্ছে যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু যন্ত্রণা। নিয়ে রচিত নাটক। জামান দেশে ''প্যাশন প্লে'' সর্ব প্রথম অভিনীত হয়। আর কয়েকশো বছরের মধ্যে এই নাটক জগৎ বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এবার আমব্য ইতিহাসের পাতার তার দিকে ফিরে তাকাই। জামানির এই বিখ্যাত নাটক বিশ্বকবিকেও প্রভাবিত করেছিল।

জার্মানির একটি সবুজ গ্রাম। জামানির দক্ষিণ সীমান্তে ব্যাভোরিয়া অঞ্চলে আজস পর্বত শ্রেণির পাদদেশে অবস্থিত এই গ্রাম। সমুদ্রতীর থেকে দু-হাজার ছ'শো ফিউ টিপরে তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর এই গ্রাম।গ্রামের নাম ও বেরামারগাও। গ্রামটিকে ছোটই বলতে হবে কারণ তার জনসংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু ছোট হলেও গ্রামটি একটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে শুধু ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বে। প্রতি দশকের প্রথম বছরে এই ছোট্ট গ্রামটি হয়ে ওঠে বাপকথার দেশ। গ্রামের প্রতিটি মানুষ অতীত দিনের একটি অঙ্গীকার পালনে হয়ে ওঠে সক্রিয়। প্রায় পৌনে চারশো বছর আগের কথা। সালটা ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় সমস্ত ইউরোপে তখন গ্রেগ মহামারীর কবেলে। প্রাণ হানি ঘটেছে হাজারে হাজারে। এই মহামারীর কবল থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য একটি ব্যবস্থা নিয়েছিল। নিয়মটা ছিল বাইবের কোনও মানুষ মহামারীর প্লেগ রোগের জীবনু নিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা সত্বেও ক্যাসপার সিসলার নামে এক প্রবাসী গ্রামবাসী গ্রামে ঢুকে ভয়বহ প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দিল। আর কিছু দিনের মধ্যেই গ্রামের শতাধিক মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারালো। তখন সমস্ত ধর্মনির খ্রিস্টান গ্রামবাসীরা গির্জায় এসে প্রার্থনা শুরু করেছিল। সবাই মিলিত কণ্ঠে সেদিন একটি প্রতিজ্ঞা করেছিল। সংকল্পটি ছিল সমস্ত গ্রামবাসী একেত্রে মিলিত হয়ে প্রতি দশ বছর অন্তর পবিত্র মনে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু যন্ত্রণার কৃচ্ছ সাধনা নিয়ে রচিত নাটকের অভিনয় করবে। আশ্চর্য যে, ঐতিহাসিকদের মতে সেই দিন থেকে ওই গ্রামে আর কেউই গ্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি। এই নাটকটি হলো ''প্যাশন প্লে''। নাটকটি খ্রিস্টের মৃত্যুর দুঃখ ভোগের নাটক। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তারপর ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে স্থির হয় এই নাটকের অভিনয় প্রতি দশকের প্রথম বছরে হবে। সেই ব্যবস্থাই আজও প্রচলিত আছে। নাটকটি জামান ভাষায় রচিত এবং জামান ভাষাতেই অভিনীত হয়।

জামানিক এই 'প্যাশন প্লে'টিতে ১৬টি অঙ্ক, ১৫টি গভস্কি এবং ৬৬টি দৃশ্য। আর আছে খ্রিস্টের মৃত্যুর ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়োপেযোগী ২০টি অপূর্ব মুক অভিনয়ের দৃশ্য। একক, দ্বৈত, সম্মিলিত প্রায় ৪০টি সুমধুর সঙ্গীত ও প্রার্থনামালা। 'প্যাশন প্লে'র প্রস্তুতি চলে সারা বছর ধরে। কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী পরচুলা ব্যবহার করেন না। অভিনয়ের জন্য ছেলে বুড়ো সবাই এক বছর ধরে দাড়ি, গোঁফ ও চুল রাখেন। মোট অভিনয় করেন প্রায় ১২০০ জন। প্রতিদিন অভিনয় করার আগে সমবেতভাবে গির্জায় প্রার্থনা করে তারপর স্টেজে যান। অভিনয় চলে প্রায় ১০ ঘন্টা। ধরে। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। নাটক হয় খোলা আকাশের নীচে। ঝড় বৃষ্টি এলেও অভিনয় বন্ধ হবে না। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেও 'প্যাশন প্লে' চলতে থাকে। কমপক্ষে দর্শক ছাতক থাকেন হাজার পাঁচেক। এই বিপুল সংখ্যক দর্শক সারাদিন ধরে অভিনয়। দেখেন। অভিনয় চলাকালীন কোনও দর্শক ধুমপান করেন না। 'প্যাশন প্লে'র টিকিটের চাহিদার জন্য অন্তত ছয় মাস আগে থেকে আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এই নাটকের জন্য কোনওরকম মুনাফা করা যাবে না। তাই টাকার বিনিময়ে এই নাট্যদৃশ্য রেকর্ড করা বা টেলিভিশনে দেখানো নিষিদ্ধ। এই নাটক যেহেতু যিশুর মৃত্যু ভোগের নাটক তাই কেউ হর্ষব্যঞ্জক করতালি দেয় না। নাটক শেষে সকলে নীরবে চলে যায়। নানান ধরনের প্রাকৃতিক রাজনৈতিক ও আর্থিক বাধা বিপত্তি অতিক্রম হয়ে আসছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ''প্যাশন প্লে'' দেখার সুযোগ হয়েছিল। দিনটা ছিল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই। এই অসাধারণ নাটকটি দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী ''প্যাশন প্লে''টি দেখেন। যিশু খ্রিস্টের জীবনের দুঃখভোগকে নিয়ে এই নাটক। খ্রিস্টের এই মৃত্যু যন্ত্রণা সমগ্র জগতে অমর সাহিত্য ও ও চিত্রকলার সৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ''প্যাশন প্লে'' দেখে খ্রিস্টের মহাজীবন সম্পর্কে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম "The Child' 'The Child' ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা। নিজের কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু "The Chill'' তিনি সরাসরি ইংরেজিতেই লেখেন ১৯৩০

> *মানুষের ইতিহাসে দুঃখ-আনন্দের নানান বর্ণময় মুহূর্তে খ্রিস্ট যেন তাঁর মহাজীবন দিয়ে প্রতিমান হয়ে উঠেছেন। বর্বর ঘাতকের হাতে খ্রিস্টের শারীরিক মৃত্যু হয় কিন্তু তিনি আবার অন্যধর্মের আড়ালে নবজাতক হয়ে ফিরে ফিরে আসেন।*

খ্রিস্টাব্দে, জার্মানিতে। জার্মানের মিউনিখ শহরের কাছে আবেরামারগাও গ্রামের খ্রিস্টের আত্মৎসর্গ নিয়ে ''প্যাশন প্লে''র অভিনয় দেখে করি "The Child" কবিতাটি লেখেন। ইংরেজিতে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা। জামানির উলা চলচ্চিত্র সংস্থা এই সময় রবীন্দ্রনাথকে একটি চিত্রনাটা লিখে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। এই রচনা সেই উপলক্ষে। চলচিত্রটি নির্মিত হয়নি। তবে "The Child'' ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক। অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন ইংরেজি "The Child" সংলিপ্ত হয়েছিল হয়েছিল খ্রিস্টজীবনের অনুষঙ্গ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি "The Child" এর বাংলা রূপান্তর করেছিলেন। প্রথমে তা প্রকাশিত হয় ''বিচিত্রা'' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), পরে সংকলিত হয় ''পুনশ্চ'' কাব্যগ্রন্থে। একজন করি প্রথমে বিদেশি ভাষায় একটি মৌলিক কবিতা রচনা করেছেন। পরে নিজেই তার রূপান্তর করেছেন মাতৃভাষায়, এরকম ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য বলা যায়। "The Child" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ''শিশুতীর্থ'' নামে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন। ''শিশুতীর্থে''র রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম গদ্যছন্দ তাঁর নিজের ভাষায় গলিকা রীতির প্রয়োগ দেখা পংক্তিগুলি গেল। ''শিশুতীর্থে তিনি গদ্য পংক্তি সাজিয়ে দিলেন কবিতার যেন এক নতুন পথে যাত্রা শুরু হলো। আবু সয়ীদ অইয়ুবের বিচারে ''শিশুতীর্থ'' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় শিশুতীর্থে'র দুটি নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এই নৃত্যাভিনয় হয়েছিল ২৮ এবং ২৯ ভাদ্র ১৩৩৮, ম্যাডান থিয়েটার এবং 'প্যালেস অফ ভ্যারাইটিজ রঙ্গমঞ্চে। "The Child" এর সঙ্গে ''শিশুতীর্থ'' পাশাপাশি পাঠ করলে একটা প্রশ্ন জাগে। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার অনুবাদ-দ-বাংলা থেকে ইংরেজিতে আগেই করেছেন। এখানে উপলক্ষ স্বতন্ত্র। প্রবাসে বসে ইংরেজিতে "The Child'' কবিতাটি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। আবার ''শিশুতীর্থ'' কবিতাটিও আর অনুবাদ থাকছে না। হয়ে উঠেছে একটি নতুন করিতা। তিনি ইংরাজি কবিতাটির ভারতীয়করণের জন্যই কি নতুন ভাষা নির্মাণ করলেন। মানববোধের আলোকে "The Chid'' ও ''শিশুতীর্থ'' কবিতা দুটি এক অনন্যতা লাভকরেছে। দুই কবিতাই নিজ নিজ গুণে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এখানেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা। খ্রিস্টের মৃত্যুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আশ্চর্য এক ব্যতিক্রমী মূল্যায়ন। তিনি লেখেন- "আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন।'' ''আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।'' মৃত্যুই জীবনের নবজন্মের সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রকল্পটিকে ব্যাপকের আড়ালে খ্রিস্টের 'প্যাশন প্লে'র মধ্যেই হে "The Child''কে দেখেছেন। দেখেছেন। নবজাতক শিশুকে। for in his death he lives in the life of us all. the great victim. And they all stand up and single their. Voices and Sing. ''কেননা, নং মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের Victory to the Victim. মধ্যে সঞ্জীবিত সেই মহামৃত্যুঞ্জয়। সকলে দাঁড়িয়ে উঠল কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।'' হই পর শুধু জন্ম নয় মৃত্যুর জয়ধ্বনি। যিনি মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছেন। তাঁর কর্মবাণীর মাধ্যমে। তিনি মারা গিয়েও বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যে। তিনি শুধু মৃত্যুঞ্জর সর্ব মন তিনি চিরজীবীও। রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃত্যু এনেছে নবসৃষ্টির পুরাণ থেকে। যেখানে বাইবেলের মৃত্যু মর্মকথা, উপনিষদের স্বাম চিরন্তন সত্যের সঙ্গে একান্ত হয়ে গেছে। খ্রিস্টের মৃত্যুও তাই ''গুড ফ্রাইডে'' নামে সপ্ত চিহ্নিত হয়েছে। ''স্যাড ফ্রাইডে'' হিসাবে কর নয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এই ''শিশুতীর্থ'' কবিতাটি আমাদের ''তীর্থযাত্রী'' কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ টি.এস. তা এলিয়টের "The Journey of the Magl নামক কবিতার বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন- ''তীর্থযাত্রী'' নামে। ''এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও, মনে ভাবতাম তারা এক নয়। কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর, দারুন এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।''

রবীন্দ্রনাথই খুব সহজেই বলতে মৃত্যুই অমৃত দান করতে পারে। মৃতুই বে পৌঁছে দেয় খ্রিস্টরূপী শ্যামের কাছে। তাই মহাকবির কাছে মৃত্যু বিচ্ছেদ নয় মিলনের কিন্তু এক অপরিহার্য বিবর্তনের প্রতিছবি। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ''তীর্থযাত্র'' কবিতায় প্রশ্ন ত তুলছেন "সে কি জন্মের সন্ধানে না আ মৃত্যুর।'' মানুষের ইতিহাসে দুঃখ-আনন্দের নানান বর্ণময় মুহূর্তে খ্রিস্ট যেন তাঁর মহাজীবন তা দিয়ে প্রতিমান হয়ে উঠেছেন। বর্বর ঘাতকের হাতে ছিস্টের শারীরিক মৃত্যু হয় কিন্তু তিনি আবার অন্যধর্মের আড়ালে তা নবজাতক হয়ে ফিরে ফিরে আসেন। খ্রিস্টরাই প্রমণ করেন তাঁরাই আসলে ''চিরজীবিত''। তাঁদেরকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কোনও ঘাতকের কেন, কারোরই পার নেই। আমরা বারবারই আমাদের মহামানবদের হত্যা করছি, আর বারবারই সেই শিশুতীর্থের দিকে চলেছি, যেখানে মুহন জন্ম নিচ্ছে নবজাতক। সেই ঈশ্বরপুত্র খ্রিস্ট। মানবপুত্র হিসেবে প্রতি মুহূর্তে তীব্র ব্যথায় বিষের পানপাত্র দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, খ্রিস্টকে নিয়ে এক নবতর বিশ্লেষণ করে, বিশ্ব সাহিত্যের সাধ দরবারে এক অভিনব মাত্রা এনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এখানে বাইবেলের মিথকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। কবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ''শিশুতীর্থ'' যেন এক আধুনিক বাইবেল। যা একুশ শতকেও নতুন ভাবনার দিশা দেয়। খ্রিস্টের মৃত্যুদিন ''স্যাড ফ্রাইডে'' হয়ে থাকে তা না। হয়ে যায় ''গুড ফ্রাইডে''।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বকে বদলে দিতে এই ১০ নারীর ভূমিকা কম ছিল না

অ্যাডা লাভলেস, গণিতবিদ- ইংরেজ গণিতবিদ ও লেখিকা অ্যাডা লাভলেসের জন্ম ১৮১৫ সালে। তাঁর পুরো নাম আগস্ট অ্যাডা বায়রন। তিনি মূলত চার্লস ব্যাবেজের তৈরি কম্পিউটার 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন' নিয়ে কাজ করেছেন। লাভলেসকে প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কারের অনেক আগেই তিনি কাজটি করেছেন। চার্লস ব্যাবেজের প্রস্তাবিত অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন সম্পর্কে তাঁর দেওয়া নোটগুলোকে প্রথম কম্পিউটার অ্যালগরিদম হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অ্যাডা লাভলেসের কোনো আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। ওই যুগে নারীদের শিক্ষা লাভের পথ বেশ কঠিন ছিল। তবে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি গণিত ও বিজ্ঞানে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা নিয়েছিলেন।

মেরি কুরি, পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ- মেরি কুরি ছিলেন একজন পোলিশ-ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ। তেজস্ক্রিয়তার ওপর গবেষণায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। কুরির অন্যতম সাফল্য ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ এক্স-রে ইউনিট আবিষ্কার করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই এক্স---রে ইউনিটটি ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বামী পিয়েরে কুরির সঙ্গে মিলে তেজস্ক্রিয় উপাদান পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন মেরি কুরি। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিচ্ছিন্ন করার কৌশলও উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। ১৯০৩ সালে কুরি প্রথম নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। পদার্থবিদ্যায় অবদানের জন্য ওই পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি রসায়নে অবদান রাখার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দুইবার নোবেল পুরস্কার পাওয়া প্রথম ব্যক্তি তিনি। মেরি কুরির কাজের মধ্য দিয়ে অস্ত্রোপচার ও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এক্স-রে নিয়ে গবেষণার ভিত্তি তৈরি হয়। তিনি টিউমারের চিকিৎসার জন্য রেডিয়ামের ব্যবহারকেও সমর্থন জানান।

জানকী অম্মল, উদ্ভিদবিজ্ঞানী- ভারতের প্রথম নারী উদ্ভিদবিজ্ঞানী জানকী অম্মল। তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কোষবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন। জানকী অম্মল মাদ্রাজ ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষকতা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সুগারকেন ব্রিডিং ইনস্টিটিউটে কাজ করাসহ তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ইংল্যান্ডেও কাজ করেছেন এ নারী। পরে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পুনর্গঠনের কাজে নেতৃত্ব দিতে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৮৪ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি জেনেটিকস ও উদ্ভিদ প্রজননে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

জানকী অম্মলের বৈজ্ঞানিক সাফল্য ছিল যুগান্তকারী। সাইটোজেনেটিকস, ঔষধি ও নৃতাত্ত্বিক উদ্ভিদবিদ্যার ওপর তাঁর বিস্তৃত গবেষণা তাঁকে একজন নিবেদিতপ্রাণ এবং বহুমুখী বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনি সম্মানজনক ফেলোশিপ ও পদ্মশ্রীর মতো পুরস্কার পেয়েছিলেন। চিয়েন-শিউং উ, পদার্থবিজ্ঞানী- ১৯৩৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানী চিয়েন-শিয়ুসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের সৌজন্যে তিনি- শিউং উ-এর জন্ম চীনে। তিনি সেখানকার নানকিংয়ে অবস্থিত ন্যাশনাল সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ম্যানহাটান প্রকল্পে ভূমিকার জন্য ব্যাপক সমাদৃত তিনি। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি এনরিকো ফার্মির তেজস্ক্রিয় বিটা ক্ষয়ের তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিলেন। পরে তা পরিমার্জনও করেছিলেন তিনি। 'উ এক্সপেরিমেন্ট'-এর জন্যও তিনি পরিচিত, যা পদার্থবিদ্যায় সমতার তত্ত্বকে উল্টে দিয়েছিল। এই আবিষ্কারের কারণে তাঁর পুরুষ সহকর্মীদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তবে এ কাজের ক্ষেত্রে উ-এর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। চিয়েন-শিউং উ ১৯৭৫ সালে জাতীয় বিজ্ঞান পদক ও ১৯৭৮ সালে উলফ পুরস্কার পান। উলফ পুরস্কার পাওয়া প্রথম নারী তিনি। তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির প্রথম নারী সভাপতিও ছিলেন। ক্যাথেরিন জনসন, গণিতবিদ- ক্যাথেরিন জনসন ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী মার্কিন গণিতবিদ। তিনি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বর্ণ ও লৈঙ্গিক প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ক্যাথেরিন নাসায় কাজ করা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী। বুধ গ্রহে অভিযান, চাঁদে অ্যাপোলো-১১ অভিযানসহ গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মহাকাশ অভিযানে তাঁর অবদান ছিল। ক্যাথেরিন জনসন ২০১৫ সালে প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'হিডেন ফিগারস' নামক চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ক্যাথেরিন জনসন ২০২০ সালে ১০১ বছর বয়সে মারা যান। রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন, রসায়নবিদ- রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন একজন ব্রিটিশ রসায়নবিদ। ডিএনএর ডাবল হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কারের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তবে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর অবদান ব্যবহার করে ডিএনএর গঠন সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা রোজালিন্ডকে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেননি। বছরের পর বছর ধরে এক্স-রে বিকিরণের সংস্পর্শে থাকার পর ৩৭ বছর বয়সে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান রোজালিন্ড। এর মধ্য দিয়ে তাঁর যুগান্তকারী কর্মজীবনের অকাল সমাপ্তি ঘটে। রোজালিন্ডের মৃত্যুর চার বছর পর ১৯৬২ সালে তাঁর পুরুষ সহকর্মীরা নোবেল পুরস্কার পান। কারও কারও ধারণা, রোজালিন্ড বেঁচে থাকলেও হয়তো পুরস্কার পেতেন না, কমিটি হয়তো তাঁকে উপেক্ষা করত। ভেরা রুবিন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী- জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেরা রুবিন ছায়াপথের ঘূর্ণন হার নিয়ে যুগান্তকারী কাজ করেছেন। তাঁর অবদানকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেকের মতে, এই কাজকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। অনেক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ভেরা রুবিন। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। সহকর্মী কেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে মিলে তিনি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি করেছেন। তাঁরা দেখতে পান যে ছায়াপথের বাইরের অংশের নক্ষত্রগুলো কেন্দ্রে থাকা নক্ষত্রের মতো দ্রুতগতিতে চলে। পুরো কর্মজীবনে রুবিন বিজ্ঞানে অবদান রাখা নারীদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। প্রায়ই তিনি লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং নারী বিজ্ঞানীদের দিকনির্দেশনা দিতে তিনি কাজ করতেন। ভেরা রুবিন নোবেল পুরস্কার পাননি। জ্যোতির্বিদ্যায় অবদানের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান পদকসহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর কাজগুলো বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। গ্ল্যাডিস ওয়েস্ট, গণিতবিদ- পৃথিবীর আকারের গাণিতিক মডেল তৈরির কাজ করেছেন গ্ল্যাডিস ওয়েস্ট। তাঁর এ কাজকে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) প্রযুক্তির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভার্জিনিয়া স্টেট কলেজ থেকে গণিতে পড়াশোনা করেছেন গ্ল্যাডিস। এরপর তিনি ওয়েস্ট মার্কিন নৌবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিমাপ ও মহাকর্ষীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী কাজগুলো জিপিএসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।এর মতো প্রকল্পগুলোতে তাঁর উদ্ভাবনী কাজগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠের যথাযথ মডেল তৈরিতে সহায়ক, যা জিপিএসকে নির্ভুল করার জন্য অপরিহার্য। ২০১৮ সালে গ্ল্যাডিস ওয়েস্টকে মার্কিন বিমানবাহিনীর স্পেস অ্যান্ড মিসাইল পাইওনিয়ারস হল অব ফেমে ভূষিত করা হয়। এটি মার্কিন বিমানবাহিনীর মহাকাশবিষয়ক কমান্ডের সর্বোচ্চ সম্মাননা।

ফ্লসি ওং-স্তাল, ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ভাইরাসসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ফ্লসি ওং---স্তালের কাজগুলো এইচআইভি/এইডস—এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি ১৯৪৭ সালে চীনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁর পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। সেখানেই পড়াশোনা করেছেন ওং—স্তাল। তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাকটেরিওলজি এবং মলিকুলার বায়োলজির ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ওং—স্তালই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি এইচআইভির ক্লোন করেছিলেন এবং এর জিনের একটি নকশা তৈরি করেছিলেন। এর ফলে এইচআইভি নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়। তাঁর গবেষণার বদৌলতে এইচআইভি শনাক্তে প্রথম পরীক্ষা পদ্ধতির সূচনা হয়। পরবর্তী সময় এইচআইভি বিস্তার ঠেকাতেও তাঁর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পরে সান ডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাইরোলজি ও জিন থেরাপি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যান। ওই সময়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় নারী বিজ্ঞানীদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ওং-স্তালের অবদানগুলো অনস্বীকার্য। ২০২০ সালের জুলাই মাসে এ বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। জেনিফার ডাউডনা, জৈব রসায়নবিদ জিন সম্পাদনার পদ্ধতি সিআরআইএসপিআর উদ্ভাবন করেন জেনিফার ডাউডনা। এটি একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। ১৯৬৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারিতে তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড় হয়েছেন হাওয়াইয়ের হিলোতে। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার পোমোনা কলেজ থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেন। তিনি বায়োলজিক্যাল কেমিস্ট্রি ও মলিকুলার ফার্মাকোলজিতে পিএইচডি করেছেন।

ডাউডনা ফরাসি বিজ্ঞানী ইমানুয়েল শারপঁসিয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সিআরআইএসপিআর/সিএএস-নাইন নামে জিন সম্পাদনার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বেশি সমাদৃত। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব নির্ভুলতা, দক্ষতা ও নমনীয়তার সঙ্গে ডিএনএ সিকোয়েন্স সম্পাদনা করার সুযোগ করে দেয়, যা জেনেটিক গবেষণা ও থেরাপিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। নিজেদের এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ডাউডনা ও শারপঁসিয়ে ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

28-01-26.pmd 1 28-01-2026, 00:12

অনন্য মৈথিলী সংস্কৃতি প্রদর্শিত হলো মিথিলা বিভূতি পর্ব উদযাপনে

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.): মিথিলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রদর্শন হলো কলকাতা-স্থিত মৈথিলীভাষীদের সামাজিক সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের মিথিলা বিভূতি পর্ব উদযাপনে। প্রবাসী মিথিলাবাসীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এতে। দু'দিনের এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বাগুইআটির জর্দাবাগানের বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গণে।

উল্লেখ্য, এই প্রাঙ্গণে মহাকবি বিদ্যাপতির একটি মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। কাছাকাছি একটি শিব মন্দিরও আছে। জনশ্রুতিতে বলা হয়, ভগবান শিব স্বয়ং বিদ্যাপতির বাড়িতে একজন সেবক হিসেবে বাস করেছিলেন।

উৎসবের প্রথম দিনে, সকলে একত্রে হনুমান চালিশা পাঠ করেন। এছাড়াও, অখণ্ড অষ্টয়ম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই এটি আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করে। পরিবেশকে ভক্তিপূর্ণ করে তোলে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার মহান মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মিথিলা বিভূতি পর্বের মূল অনুষ্ঠান হয়। সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সাহিত্য আকাদেমি-পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ সাহিত্যিক ডঃ উদয়নাথ ঝা 'অশোক' মুখ্য বক্তা ছিলেন। তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং মিথিলা সংস্কৃতির অনন্য পরিচয় সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন সকলের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে রত্নেশ্বর ঝাকে বাবু সাহেব চৌধুরী সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সমাজসেবক এবং ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উগ্রনাথ ঝাকে মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী সম্মান প্রদান করা হয়। বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা হিন্দুস্থান সমাচারের পশ্চিমবঙ্গ ব্যুরোর প্রধান সন্তোষ মধুপকে জানকী সন্ততি সম্মানে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও, রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা বিখ্যাত গায়িকা অদিতি মুন্সিকে তাঁর সামাজিক অবদানের জন্য মিথিবঙ্গ গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রমাকান্ত ঝা জানান যে, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। লেখক রাধেশ্যাম ঝা রচিত 'পরিজাত হরণ' নামে একটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জ্যোতি প্রিয়া, হেমকান্ত ঝা এবং অলোক ভারতী-সহ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মিথিলার শিল্পী তাঁদের সঙ্গীত এবং লোকনৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিথিলার বিখ্যাত ঘোষক ডঃ রামসেবক ঠাকুর।

মিথিলা সেবা ট্রাস্টের সদস্য বিজয়কান্ত ঝা, লালন রায়, সুনীল কুমার ঝা, অমরনাথ মিশ্র, শশীকান্ত ঝা, রমেশ ঝা, রাকেশ রায়, পঙ্কজ রায়, আশিস ঠাকুর, সীতেশ ঠাকুর, দীপক কুমার ঝা, কুন্দন মণ্ডল, নবীন চৌধুরী, শিবশঙ্কর ঝা, সুনীল প্রতিহস্ত-সহ অন্যান্য সদস্যরা এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রমাকান্ত ঝা বলেন, এই সংগঠন এবং সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্লেব্যাক গানে ইতি : অবসর ঘোষণা করলেন অরিজিৎ সিং

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি : জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং প্লেব্যাক গান থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভক্তদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত অরিজিৎ শ্রোতাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

নিজের বার্তায় অরিজিৎ লেখেন, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এত বছর ধরে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আজ আমি জানাতে চাই, আর নতুন কোনও প্লেব্যাক প্রজেক্ট নেব না। আমি এখানেই থামছি। এটা ছিল এক অসাধারণ যাত্রা। ঈশ্বর আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। ভবিষ্যতে আমি একজন ছোট শিল্পী হিসেবে নিজেকে আরও শিখব ও গড়ে তুলব। তবে আমার কিছু অসমাপ্ত কাজ রয়েছে, সেগুলি শেষ করব। তাই এ বছর কিছু গান মুক্তি পেতে পারে। আমি গান তৈরি করা বন্ধ করছি না।

তিনি স্পষ্ট করে জানান, ইতিমধ্যেই যে কাজগুলির চুক্তি রয়েছে, সেগুলি তিনি সম্পন্ন করবেন। সেই প্রকল্পগুলির কিছু গান চলতি বছর প্রকাশিত হতে পারে বলেও জানান তিনি।

অরিজিৎ আরও বলেন, তিনি সঙ্গীত থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন না। বরং স্বাধীনভাবে নিজের সঙ্গীতচর্চা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুনভাবে শেখা ও শিল্পী হিসেবে আরও বিকশিত হওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

দীর্ঘ কেরিয়ারে বহু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গান ও সফল সহযোগিতার মাধ্যমে অরিজিৎ সিং দেশের সঙ্গীত জগতে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই অবসর ঘোষণাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখছেন ভক্ত ও শিল্পীমহল।

AFFIDAVIT

I Manchur Ali S/o Md. Eakub Ali of village Amjad Nagar P.O. Sarashima P.S. Belonia District South Tripura, aged about 33 years by religion Muslim by nationality Indian by profession business do hereby solemnly affirm as follows.
That I am a bonafide citizen of India living Permanently on the above mentioned address.
That my father's actual name is Md. Eakub Ali as per my all relevant documents, and my father's all relevant documents, but in my Passport books. M1803594 where my father's name was wrongly recorded as Eyakup Ali in place of Md. Eakub Ali."So vide affidavit no. IN-TR39464379646324Y dt. 27-01-2026 I declare that to rectify my said Passport book my fathers name Eyakup Ali to Md. Eakub Ali & I declare that my father Md. Eakub Ali and Eyakup Ali is the same person.

PNIe-T NO:-69/EE-1/2025-26, Dated 20/01/2026

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 30-01-2026 for 01 (One) no. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only. ICA/C/3979/26

EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender
PNIe-T-No: 19/EE/DIV-I/AMC/2025-26/16450-16468
Dated 22/01/2026

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No: 47/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	7,76,527	15,531	90(Ninety) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 31-01-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid. 31-01-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer, PW Division-I, Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 34/EE/DIV-III/ AMC/2025-26/16431-16449 Dated: 19-01-2026.

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last time and date of Submission
1	Construction of RCC drain from the H.O Babul Das to H.O Pradip Datta at Charipara bus stop under ward No. 47, AMC. DNIeT.90/EE/Div-III/AMC/2025-26	43,77,364.00	87,547.00	120 Days	02/02/2026 At 15.00 Hrs
2	Construction of C.C road with drain from Hapania singhamura road to Sri Narayan Debnath house near Madhyapara under ward No 48 AMC. DNIeT.91/EE/Div-III/AMC/2025-26	42,81,510	85,630.00	120 Days	
3	Construction of C.C road with drain from H.O Bhabatosh Chakraborty to H.O Tapash Das at A.D Nagar Surja para, under ward No 39 AMC. DNICT.92/EE/Div-III/AMC/2025-26	5,64,110	11,282.00	90 Days	
4	Construction of C.C road st. from H.O Shiuli Ghosh to Manik Das of length90m x9 ft under ward No.49, AMC. DNICT.93/EE/Div-III/AMC/2025-26	3,42,103	6,842.00	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE 03-02-2026,
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Enginder, PW Division- III, Agartala Municipal Corporation.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/95/2025-26 dated: 20/01/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking /Enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/ CPWD/MES / Railway having valid electrical contracot license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO. EE-IED/AGT/143/2025-26	₹ 356,140.00	₹ 7,123.00	30 (thirty) days
2	DNIT NO. EE-IED/AGT/144/2025-26	₹ 523,518.00	₹ 10,470.00	30 (thirty) days
3	DNIT NO. EE-IED/AGT/145/2025-26	₹ 252,587.00	₹ 5,052.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 31/01/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 31/01/2026 if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3988/26

For and on behalf of the Governor of Tripura (DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura Contact:700528548

বিজ্ঞপ্তি

Ref.-: Belonia Police Station GDE No*f* 09ù10 dated 23ù01ù2026 & subsequently BLN PS UD case Np. 2026BLN004 datedé-23-01-2026 U.S 194 BNSS

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিত পুরুষ যার পরনে কালো, রং এর হার্ফ পেন্ট। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। সনাক্ত করনের জন্য তার মৃত দেহ বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বা তাহার নিকট আত্মীয় বিলোনিয়া থানায় আসিয়া মৃত দেহ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্টোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯
২) বিলোনীয়া থানা: ফোন নম্বর:- ৬০৩৩২৩৭৫১৬

ICA/D-1870/26

Supritendent of Police
South Tripura District

কুমারঘাটে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ জানুয়ারি: সারা রাজ্যের সাথে আজ কুমারঘাট মহকুমায়ও জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে কুমারঘাট ব্লকের বিসিআরসি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ বাক্য পাঠ করান ইআরও তথা কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা। উল্লেখ্য, এ বছর জাতীয় ভোটার দিবসের ভাবনা হল "আমার ভারত আমার ভোট"। মহকুমা শাসক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারত হল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের দ্বারা সরকার নির্বাচিত হয়। আবার সরকারের অনুসৃত আইন আইনসভার মাধ্যমে গৃহীত হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এইআরও সুশান্ত দত্ত। উপস্থিত ছিলেন এইআরও বিধান দেবনাথ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি বাইসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

10TH STATE LEVEL

LAMPRA WATHOP FESTIVAL-2026

Noatia Hoda, Tripura State
29- 30 January, 2026 at Noatia Hoda Hathai, Udaipur.

Sir / Madam,

It is our pleasure to inform that the '10th State Level Lampra Wathop Festival' will be held on 29th & 30th January, 2026 at Noatia Hoda Hathai (Noatia Melar Math), Garjee, Udaipur, Gomati Tripura .
Your kind presence will make the programme a grand success.

Inaugural Ceremony

Date 29th January, 2026 Time - 5:30 PM

Guests of the Inaugural Ceremony :

Inaugurator & Chief Guest : Prof.(Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Tripura.

Guests of Honour : Sri Pranajit Singha Roy, Hon'ble Minister, Finance ,Planning & Coordination and Information Technology, Govt. of Tripura.
Sri Bikash Debbarma, Hon'ble Minister, Tribal Welfare, Handlooom, Handicrafts & Sericulture and Statistics , Govt. of Tripura.
Sri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister, Co-operation, TRP & PTG and Welfare of Minorities, Govt. of Tripura.
Sri Debal Debroy, Hon'ble Sabhadhipati, Gomati Zilla Parishad.
Sri Pramod Reang, Hon'ble MLA
Sri Abhishek Debroy, Hon'ble MLA & Chairman, Organizing Committee.
Sri Padma Lochan Tripura, Hon'ble MDC, TTAADC

Special Guests : Sri. Rinku Lather, IAS, DM & Collector, Gomati District,
Dr. Kiran Kumar K, IPS, Superintedent of Police, Gomati District,
Sri Khanaram Reang, Secretary, Sangrama Motho
Sri Padha Lochan Murasing, Murasing Twiphang Bodol.

President : Sri Uday Sing Noatia, Hoda Chowdhury, Noatia Hoda.

All are cordially invited.

With regards

ICA/D-1864/26

Sri Patal Kr. Noatia
General Secretary
Noatia Hoda, State Committee

Sri Ajoy De
Asstt. Director
ICA , Gomati District

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০২তম জন্মদিবস উৎযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: আজ সকাল এগারটায় সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের এলামনি এসোসিয়েসনের সদস্যরা, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, সাব্রুম মহকুমাশাসক সুমন রক্ষিত সহ প্রসাশনের অন্যান্য আধিকারিক ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা সমবেত হন কলেজের মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবক্ষ মূর্তির সামনে। কবির মূর্তিতে মাল্যদান করেন ড. অনুপম গুহ। একে একে শ্রদ্ধা জানান মহকুমাশাসক, শিক্ষক সংসদের সাধারণ সম্পাদক ড. দীপঙ্কর দেব, এলামনি এসোসিয়েসনের সভাপতি গৌতম ত্রিপুরা, সহ-সম্পাদক সজল নাথ ও অন্যনরা। কবির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. কমল আচার্য্য। তিনি বলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি , বাংলা নবজাগরনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের সকলের অনুসরন যোগ্য।

তিনি কবির সৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করে মাতৃভাষা তাঁর অবদান ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য সৃষ্টি কথা বলেন। অলোচনা করেন গৌতম ত্রিপুরা, সজল নাথ প্রমুখ। ড. অনুপম গুহ কবির জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর জীবন চর্চার কথা বলেন। বলেন কবির নামে নামাঙ্কিত আমাদের কলেজ তখনই সার্থকতা পাবে যখন আমরা কবির জীবন অনুসরন করব, শ্রদ্ধাঞ্জলী হব।

তেলিয়ামুড়ায় জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগ আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি হলো সচেতন ভোটার। প্রতিটি নাগরিকের উচিত নিজের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নির্ভয়ে ভোট প্রদান করা। পাশাপাশি নতুন ভোটারদেরও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য ও সচেতনতামূলক বাইসাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি: জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার এক বর্ণাঢ্য ও সচেতনতামূলক বাইসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি ভোটাধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং ভোটদানে অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যেই রবিবার তেলিয়ামুড়ায় সচেতনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে চাকমাঘাট বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে "ভোট আমার অধিকার", "গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ভোট দিন", "সচেতন ভোটার, শক্তিশালী দেশ" প্রভৃতি স্লোগান দেন, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

র‍্যালি চলাকালীন পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ভোটাধিকার সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই র‍্যালির উদ্দেশ্য জানতে চান এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা, সংশোধন ও ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়।

এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তুলতে প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

বিশেষ করে নতুন ভোটারদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রথমবার ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করাই এই ধরনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ভোট শুধু একটি অধিকার নয়, বরং এটি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বএই বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে আরও একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

নির্বাচনের আগে ইউনূসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শেখ হাসিনার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডাক

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে "খুনি ফ্যাসিস্ট, সুদখোর, অর্থপাচারকারী, ডাকাত ও বিশ্বাসঘাতক" বলে অভিহিত করেন তিনি। একই সঙ্গে আওয়ামি লিগের নেতা—কর্মী ও সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান।

৫ অগস্ট ২০২৪-এ ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম জনসমক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বর্তমান পরিস্থিতিকে "জাতির আত্মার কলঙ্ক" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে। তারপর থেকেই বাংলাদেশ এক "ভয়ের যুগে" প্রবেশ করেছে, যেখানে গণতন্ত্র নির্বাসিত, মানবাধিকার লঙ্ঘিত, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে, নারী ও কন্যাশিশুর উপর নির্যাতন বেড়েছে এবং সংখ্যালঘুরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।

দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ আজ এক গভীর অতল গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশ আজ চরমপন্থী ও বিদেশি শক্তির আঘাতে রক্তাক্ত। গোটা দেশ যেন এক বিশাল কারাগার, হত্যাক্ষেত্র ও মৃত্যুর উপত্যকা।"

ইউনূস প্রশাসনকে নিশানা করে শেখ হাসিনার দাবি, বর্তমান সরকার দেশের জমি ও সম্পদ বিদেশি স্বার্থের কাছে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে, যার ফলে বহুজাতিক সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তিনি ইউনূসকে "ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত" বলেও আক্রমণ করেন।

আওয়ামি লিগকে স্বাধীন বাংলাদেশের "সবচেয়ে পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল" হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দলই গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ও সংবিধানের রক্ষক। হতাশ না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই "বিদেশি পুতুল সরকারকে" উৎখাত করার ডাক দেন তিনি। উল্লেখযোগ্যভাবে, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

ভাষণে ইউনূস প্রশাসনের কাছে শেখ হাসিনা পাঁচ দফা দাবি তোলেন। এর মধ্যে রয়েছেঅবিলম্বে বর্তমান প্রশাসন অপসারণ, রাস্তায় হিংসা ও নৈরাজ্য বন্ধ, সংখ্যালঘু, নারী ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সাংবাদিক ও বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ করে বিচারব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং গত এক বছরের ঘটনাবলি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্ত।

তিনি আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক সমাজ আপনাদের পাশে রয়েছে। একসঙ্গে আমরা আওয়াজ তুলব এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব।" নির্বাচনের মুখে শেখ হাসিনার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার।

২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যআল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে:২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

কুমড়া সুস্বাদু বেশি

পুষ্টিগুণে ভরপুর কুমড়া রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। আর এই সময়ে কুমড়া বেশি মিষ্টি ও মজার হয়। "কুমড়া রঞ্জক উপাদান সমৃদ্ধ যা বিটাক্যারোটিন নামে পরিচিত। বিটা ক্যারোটিন দেহে ভিটামিন এ'তে রূপান্তরিত হয়।' বলেন শিকাগোর নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাগি মিখালজেক। 'ওয়ান্সআপন এ পাম্পকিনআরডি ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দা গ্রেট বিগ পাম্পকিন' বইয়ের এই লেখক 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলেন, "রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও শ্বেত রক্ত কণিকার সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ভিটামিন এ উপকারী। এছাড়াও, ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার পাশাপাশি কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।" 'জার্নাল অব ক্লিনিকাল মেডিসিন' অনুযায়ী, ভিটামিন এ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। মিখালজেকের মতে, উপকারিতার জন্য অনেকটা কুমড়ার প্রয়োজন নেই। দৈনিক ভিটামিন এ'য়ের চাহিদা পূরণ করতে এক কাপ কুমড়া যথেষ্ট। যা চাহিদার ২৫০ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। শরতে কুমড়া সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হয়। তাই এখন কুমড়ার নানান পদ খাওয়ার উপযুক্ত সময়। সুপ, সস, পাস্তা ইত্যাদি নানাভাবে খাওয়া যায় বলে জানান, এই পুষ্টিবিদ।

টিনজাত বা খাঁটি কুমড়া থেকে আরও মিলবে ভিটামিন এ, সি, ই, আঁশ ও পটাশিয়াম।

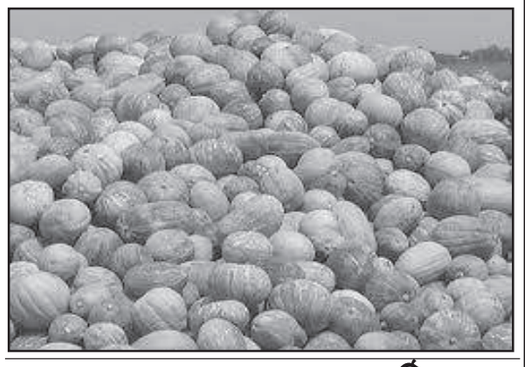

মাংস রান্নার পর যা করা ঠিক না

পেট ভরার জন্য রান্না করলেই হয় না, খাবারটি নিরাপদ আছে কিনা সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। সাধারণত বলা হয় রান্না করা খাবার দুই ঘণ্টা বাইরে ফেলে রাখলেই ব্যাক্টেরিয়ার জন্মাতে শুরু করে। যে কারণে খাবার রান্নার পর পরই খেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়। নয়তো দ্রুত ঠাণ্ডা করে ফ্রিজে তুলে রাখতে হয়। আবার ফ্রিজে রান্না খাবার তিন-চার দিনের বেশি রাখা ঠিক না। আর মাংস রান্নার পর বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। কারণ কাঁচা মাংস থেকে যেমন ব্যাক্টেরিয়া ছড়ায় তেমনি রান্না মাংসেও সেই জীবাণু চলে যেতে পারে অসাবধানতায়।

কাঁচা মাংসের পাত্রেই রান্না করা মাংস রাখা যে পাত্রে কাঁচা মাংস রাখা ছিল সেই পাত্রই ধুয়ে মুছে রান্না করা মাংস রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)' এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে জানায়, অসাবধানতায় কাঁচা মাংসে থাকা জীবাণু রান্না করা মাংসেও চলে যেতে পারে।

তাই দুটি পাত্র ব্যবহারের পরামর্শ দেয় সিডিসি। একটিতে কাঁচা মাংস রাখার জন্য, অন্যটি রান্না করা মাংস রাখার জন্য।

শুধু প্লেট ধোয়া কার্যকর নয়

রান্নার পরে যে কোনো পাত্র থালা-বাসন ভালো মতো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ ধোয়াতে তেমন কার্যকর হয় না। কারণ 'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)' এই বিষয়ে নির্দেশনা দেয় যে, ব্যাক্টেরিয়া দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ধোয়া। তবে খাবার বিষাক্ত করতে পারে এরকম ব্যাক্টেরিয়া যে কোনো স্থানে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে।

যেমন- 'ক্যাম্পিলোব্যাক্টার' রান্না ঘরে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। 'সালমোনেলা' বেঁচে থাকতে পারে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। আর এই দুই ব্যাক্টেরিয়া-ই কাঁচা হাঁস-মুরগির মাংসে থাকে। তাই এই সংস্থা, মাংস রান্নার পর সব ধরনের পাত্র কুসুম গরম সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে সময় নিয়ে ধোয়ার পরামর্শ দেয়।

কাঁচা মাংসের পাত্র 'স্যানিটাইজ' করা রান্নার পাত্র ধোয়া জীবাণু মুক্ত করার সাধারণ উপায়। তবে কাঁচা মাংসের পাত্র শুধু ধুলেই হবে না, জীবাণু মুক্ত করার জন্য রান্নাঘরে ব্যবহার উপযোগী স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ইউএসডিএ জানায়, যে পাত্রে কাঁচা মাংস রাখা ছিল তা ধোয়ার পর স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। শুধু থালা-বাসন নয়, রান্নাঘরের সিংক, মেঝে এবং যেখানেই কাঁচা মাংস রাখা হয়েছে ও ধোয়া হয়েছে সেসব জায়গাও স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। না হলে জীবাণু দূর হবে না। রান্নাঘর ও থালাবাসনে ব্যবহারের জন্য বাজারে নানান ধরনের স্যানিটাইজার কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া নিজেও বানিয়ে নিতে পারেন এই জীবাণুনাশক।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর।

আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম।

বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের 'হোপিটাল পল ব্রুসে'র 'ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

আর 'ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০'য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।

তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে।

বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো'র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার।

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।"

তৈলাক্ত মাছ: 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, "মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।"

তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে।

'ডিশ অন ফিশ'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনাবের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 'ডিএইচএ' এবং 'ইপিএ'য়ের ভালো উৎস।

ক্লেইনার বলেন, "ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর 'ইপিএ' মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী।

"তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ" বলেন, 'টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম'য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র‍্যাচেল ফাইন।

তিনি আরও বলেন, "এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।"

ফাইন আরও বলেন, "তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।"

কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।

তার মতে, "কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।"

লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর 'বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার'য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যারা বিগত তিন বছর ধরে মনোআনস্যাচুরেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।"

ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা'র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। "ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী" বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন।

জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন।

তিনি বলেন, "জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।"

তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

রাতের খাবার থেকে কতটুকু ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত?

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়। তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেক রকম হয়।" পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়? বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।" তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।" উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শষ্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস। "এভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস। তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

ওজন বাড়াতে 'বানানা শেইক'

কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচুর খায়। তবে রোগাই থেকে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপদেশ পেয়েছেন কলার স্মুদি বা 'বানানা শেইক' পান করার।

ক্যালরি ও ভোজ্য আঁশ দুটোই বেশি থাকার কারণে ওজন বাড়ানোর জন্য কলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে ওজন কমানোর চেষ্টায় যারা আছেন তাদেরকেও ব্যায়ামের পর আদর্শ খাবার হিসেবে এই ফল খেতে বলা হয়। এই দুই ধরনের মতবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা দূর করার চেষ্টা করা হলো খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

কলার পুষ্টিমান: কলা ওজন বাড়ায় বলে মনে করা হলেও আসলে তা নয়। সস্তা আর পুষ্টিগুণে ভরা এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ, পটাশিয়াম। অপরদিকে চর্বির মান খুবই কম।

যে কারণে ব্যায়ামের পর শরীরের কার্বোহাইড্রেইট'য়ের ক্ষুধা মেটাতে কলা অত্যন্ত কার্যকর।

তবে কলার ওজন বাড়ানোর বদনাম গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভবত এর উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেইট, ক্যালরি ও নিম্ন মাত্রার প্রোটিন দায়ী। মাঝারি আকারের একটি কলায় থাকে ১০৫ ক্যালরি আর ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট।

কলায় আরও আছে ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন সি, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ও 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট'। তাই এর বদনাম শুনে একে খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে হারাবেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান।

ওজন বাড়াতে কলার ভূমিকা

যেকোনো একটি খাবার ওজন কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা দুটোই সমানতালে জরুরি, তা ওজন কমানো এবং বাড়ানো দুই ক্ষেত্রেই।

তবে যাদের ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে তারা খাদ্যাভ্যাসে কলা যোগ করলে ওজন বাড়াতে তা অবশ্যই সহায়ক হবে।

কলার উচ্চ ক্যালরি তখনই ওজন বাড়াতে কাজে আসবে যখন তা সঠিক নিয়মে খাওয়া হবে।

ওজন গ্রহণের জন্য এক গ্লাস ননীযুক্ত দুধ আর দুইটি কলা একসঙ্গে 'ব্লেন্ড' করে নিতে হবে। এবার তা গ্লাসে ঢেলে যোগ করতে হবে মধু ও বাদাম।

গরুর দুধের পরিবর্তে 'আমন্ড মিল্ক' বা কাঠবাদামের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ক্যালরির মাত্রা আরও বেশি। আর পেশি বাড়াতেও 'আমন্ড মিল্ক' অপেক্ষাকৃত বেশি উপকারী। এই একই 'শেইক' ব্যায়ামের পর পরিমাণ মতো পান করলে দ্রুত পেশি গঠন করাও সম্ভব।

২৫নং ওয়ার্ডের নবনির্মিত পার্ক নির্মানের জন্য ভূমি পূজন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার বলেন, ত্রিপুরার বৈচিত্রময় জনজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জনজাতি লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এগুলো দেশের ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জীবনযাত্রার প্রতীক। এ ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিষ দাস। রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে সিন্ধুকপাথর সাংগ্রাই ডান্স একাডেমির সাংগ্রাই নৃত্য, সিপাহীজলা জেলা থেকে তৈবান্দল মুড়াসিং কালচারাল টিমের মসক সুলমানি নৃত্য, গোমতী জেলা থেকে আঠারভোলা কিল্লার গড়িয়া একাডেমির গড়িয়া নৃত্য, ধলাই জেলা থেকে আমবাসার হজাগিরি নৃত্য, ঊনকোটি জেলা থেকে পেঁচারথলের কৃষ্ণটিলার হজাগিরি নৃত্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলার নাইসিংপাড়ার হজাগিরি নৃত্য, পশ্চিম জেলা থেকে মামিতা নৃত্য এবং খোয়াই জেলা থেকে আমপুরা হুকুমু বদল লেবাং বুমানি নৃত্যের দল অংশগ্রহণ করে। জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে বিকাশ রায় দেববর্মা, রুহি চন্দ্র দেববর্মা ও তরুবালা দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অভিজিৎ রিয়াং, উপ অধিকর্তা দেবী হালাম সহ জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলায় অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: রবিবার অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বি কে রোডস্থিত সংগঠনের অফিস কক্ষে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সমাজসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সারা বছর সাধারণ মানুষের পাশে থাকার লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণের পাশাপাশি রবিবারের এই শিবিরে শহরবাসীর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন লিপিড প্রোফাইল, ফাইব্রো স্ক্যান, সুগার পরীক্ষার জন্য এইচবিএ১সি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। এদিন বহু মানুষ এই স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা জানান, পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি জারি থাকবে।

ধলেশ্বর দেবেন্দ্র রোডে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে নতুন পার্কের ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনের অন্তর্গত ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নতুন পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধলেশ্বর দেবেন্দ্র রোডে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই পার্কের ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আজ অংশগ্রহণ করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারসহ পুর নিগমের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নতুন এই পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শিশুদের জন্য নিরাপদ খেলাধুলা ও বিনোদনের একটি সুন্দর পরিসর তৈরি হবে। একই সঙ্গে এটি সামাজিক মিলনমেলার একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে, যা এলাকার সৌন্দর্য ও প্রাণচাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই পার্ক নির্মাণের ফলে এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। পার্কটি নির্মিত হলে এলাকার পরিবেশ আরও মনোরম হবে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

খয়েরপুর ফাঁড়িতে অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানানো হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

যুবককে অপহরণের ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত পরিস্থিতি সামাল দেন। অপরদিকে অপহৃত যুবক ও নাসিমা বেগমকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তবে এটি আদৌ অপহরণ না অন্য কোন চক্রান্ত তার সম্পূর্ণ ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ ঘটনার অনেক রহস্য দেখা দিয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে আর জয়ী

● প্রথম পাতার পর

যারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে থাকছেন তাদের প্রত্যেককে বেছে বেছে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে দরদ থাকলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকেও সেখানে যেতে বললেন সাংসদ বিপ্লব।

তিনি আরো বলেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলারাই সুরক্ষিত নন। তৃণমূলের নেতারাই মেয়েদের পাচার করছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী সেই মেয়েদের খুঁজে বের করতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গের মতো জায়গায় মানুষ পূজাপাঠ করতে পারছেন না। সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ এখন নিজেদের অধিকার চাইছে। তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহবান জানান সাংসদ।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছেন না মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি এবং ওনার ভাইপো কাটমানির টাকার জন্যে এই প্রকল্পগুলি গরিবদের হাতে পৌঁছাতে দিচ্ছেন না বলে গুরুতর অভিযোগ সাংসদের। তাই জনগণের অধিকারের জন্যে তৃনমূলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার আহবান জানান তিনি।

ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। প্রতিনিধি দলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করলেও হঠাৎ করে উচ্ছেদের নোটিসে তারা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি সুষ্ঠু বিবেচনার জন্য জেলা শাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে আলোচনার জন্য ডাকা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধি দল ডিএম অফিসে উপস্থিত হয়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে প্রতিনিধি দল ডিএম অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান, প্রশাসনের কাছে পুনর্বাসন ও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলেও তারা জানান।

এদিকে, এলাকাবাসীরা দ্রুত স্থায়ী সমাধান ও নিরাপদ পুনর্বাসনের দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন।

১৩০-তম 'মন কি বাত' শ্রবণে রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগ, উপস্থিত মেয়র দীপক মজুমদার

আগারতলা, ২৭ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'—এর ১৩০-তম পর্বে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের ভাবনা ও বার্তা ভাগ করে নেন। এদিন সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যজুড়েও বিভিন্ন জেলায় সংগঠন, মণ্ডল ও বুথ স্তরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা একযোগে অনুষ্ঠানটি শ্রবণ করেন।

রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে কের চৌমুহনী এলাকায় বিশেষভাবে 'মন কি বাত' শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি স্থানীয় কর্মী ও বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান ঘিরে কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দেশ গঠনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, ইতিবাচক উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন উপস্থিতরা।

আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে পালিত হলো ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: "আমার ভারত, আমার ভোট"এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবীন ভোটারদের হাতে ভোটার পরিচয়পত্র (ইপিক কার্ড) তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষা জৈন মগ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা নির্বাচন কমিশনের আইকন দীপা কর্মকার ও সমীর বর্মন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিরা নির্বাচন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশিত নির্বাচন সচেতনামূলক ক্যালেন্ডার ২০২৬-এর উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সকলের মধ্যে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নবীন ভোটারদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইপিক কার্ড তুলে দেন অতিথিরা।

আলুর বস্তা থেকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাফের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা। এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হোজাই জেলার ট্রাক চালক মহন্ত সিংহ ও বিহারের সহ-চালক বলু কুমারকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি পাচারের কাজে ব্যবহৃত ১৪ চাকার লরিটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুরো পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউএফবিইউ সূত্রে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা অনুযায়ী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা এবং বাকি শনিবারগুলিকে ব্যাঙ্ক ছুটি ঘোষণা-সহ একাধিক দাবিতে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

এছাড়াও নিয়ন্ত্রিত কর্মঘণ্টা চালু, কর্মীদের জন্য পিএলআই দ্রুত কার্যকর করা, পেনশন হালনাগাদ, বেসরকারি ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের এক্স-গ্রেশিয়া প্রদান এবং আইবিএ-র প্রতিশ্রুত অবশিষ্ট সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবিও তোলা হয়েছে।

নোটিসে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া, তিনটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ এবং ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিদেশিকরণের বিরোধিতাও এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ। এদিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ধর্মঘট চলাকালীন সীমিত পরিষেবা চালু রাখার চেষ্টা করা হবে। তবে পরিস্থিতির কারণে শাখা ও দপ্তরে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে গ্রাহকদের ধর্মঘটের আগেই প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং লেনদেন সেরে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জরুরি নগদের প্রয়োজনে এটিএম ও অনলাইন বা ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহারের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটের ফলে গ্রাহকদের যে অসুবিধা হতে পারে, তার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আগাম দুঃখপ্রকাশ করেছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ জনগণের

● প্রথম পাতার পর

ব্যাটেলিয়ান ও আর্মি শিখ রেজিমেন্টের জওয়ানদের হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটির উদযাপন সমাপ্ত হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস জনগণের ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রতীক। সংবিধানের মাধ্যমে জনগণই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ উন্নয়নের নতুন দিশায় দুরন্ত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। বিধানসভার নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন ও উপাধ্যক্ষকে অভিবাদন জানান। পতাকা উত্তোলনের পর উপাধ্যক্ষ বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে ভারত বিশ্ব মানচিত্রে একটি সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দিনটি কেবলমাত্র সংবিধানের কার্যকারিতা শুরুর স্মরণে নয়, বরং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন। অনুষ্ঠানে বিধানসভার সচিব অমিয় কান্তি নাথ সহ বিধানসভার আধিকারিক এবং কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রহ করতে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজন প্রথমে আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতে খোঁজ নেন এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালান। কোনও সন্ধান না পেয়ে অবশেষে ১৯ জানুয়ারি মনুবাজার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

আজ প্রায় ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রদীপ দেবনাথের কোনও খোঁজ মেলেনি। এরই মধ্যে পরিবারের কাছে একটি ফোন কল আসে বলে অভিযোগ। নিখোঁজ প্রদীপ দেবনাথের মামা তপন দেবনাথ জানান, ৭৫৮৬০১৪৯২৬ নম্বর থেকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ফোন করে নিজেকে বহির্রাজ্য তথা আসামের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়। সে জানায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠালে ট্রেনের টিকিট কেটে প্রদীপকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করে দেবে। ছেলের আশায় পরিবার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে টাকা পাঠায়। কিন্তু টাকা পাঠানোর পরই ওই নম্বরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় পরিবার আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে তারা মহকুমা সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হন। সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে নিখোঁজ প্রদীপ দেবনাথের বৃদ্ধ মা ভানুমতী দেবনাথ কান্নায় ভেঙে পড়েন। বুক ফাটা আর্তনাদে, চোখের জলে ভাসিয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার কাছে করজোড়ে আবেদন জানান, যেন তাঁর নিখোঁজ ছেলেকে দ্রুত খুঁজে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়।

এখন প্রশ্ন, এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ প্রকাশের পর রাজ্য প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে নিখোঁজ পরিবারের সদস্যরা ও এলাকাবাসী।

রাবার কারখানায় অগ্নিকান্ড ক্ষতি প্রায়

● প্রথম পাতার পর

নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

নয়া যুগের সূচনা

● প্রথম পাতার পর

প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে; পাশাপাশি বিনিয়োগ, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা মজবুত করা, উদ্ভাবন অংশীদারিত্ব ও উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে নতুন সুযোগ তৈরিতেও ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্যের পাশাপাশি ভারত ও ইইউ এক নতুন গমনাগমন কাঠামো-এও সম্মত হয়েছে, যা ইউরোপে ভারতীয় ছাত্র, পেশাজীবী ও শ্রমিকদের সুযোগ সম্প্রসারণ করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সহযোগিতা যা ইতোমধ্যেই সম্পর্কের একটি শক্ত ভিত্তি তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে বলেও আশ্বাস দেয়া হয়।

সামিটের আরেকটি মুখ্য ফলাফল ছিল ইন্ডিয়া—ইইউ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব।

এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার সিকিউরিটি ও প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বিশেষত যৌথ উন্নয়ন এবং সহ-উৎপাদনের মাধ্যমে।

উভয় পক্ষই নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে।

এই সমস্ত অর্জনের ভিত্তিতে ভারত ও ইইউ আগামী পাঁচ বছরে এক বিস্তৃত কৌশলগত এজেন্ডা চালুর ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য যৌথ সমৃদ্ধি এগিয়ে নেওয়া, উদ্ভাবনে গতি আনা, নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করা, জটিল বৈশ্বিক পরিবেশে মানুষের মাঝে যোগাযোগ আরও গভীর করা।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এই অংশীদারিত্বকে "বিশ্বস' বিশ্বব্যাপী ভালো" নামে আখ্যায়িত করেন এবং জানান, ভারত ও ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক থেকে ক্যারিবিয়ান পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রকল্প সম্প্রসারণ করবেযেমন টেকসই কৃষি, ক্লিন এনার্জি ও নারীর ক্ষমতায়ন।

সামিটে নেতারা ইউক্রেন, পশ্চিম এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিকসহ বিশ্ব ও আঞ্চলিক বড় ইস্যু নিয়ে মত বিনিময় করেন এবং বহুপাক্ষিকতা ও আন্তর্জাতিক নীতির প্রতি তাদের সম্মান পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা গ্লোবাল প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার-এর প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন, যাতে সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যায়।

সমাপনী মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন,"এই সামিট একটি ঐতিহাসিক মোড়"এ ধরনের মুহূর্ত আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের দিক নির্ধারণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।

তিনি কস্তা ও ফন ডের লিয়োনকে ভারত সফরের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

গায়ের জোরে

● প্রথম পাতার পর

তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। শরণার্থী যুবদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্দেশ দেন তিনি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন গণতন্ত্রের যুগ। এখন আর রাজা রাজরাদের যুগ নেই। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, মন্ত্রিসভা কিভাবে হবে সেটা ভোটের মাধ্যমে মানুষ ঠিক করবেন। এখন আর রাজতন্ত্র নেই। যে কারণে আমরা গতকাল প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছি। গনতন্ত্রের মাধ্যমেই সবকিছু হবে। সবাই মিলে কাজ করলেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। মহারাজাদের দীর্ঘ ৫০০ বছরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ত্রিপুরার জন্য তাঁরা অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাদের জন্য কিছুই করেনি। আমাদের সরকার আসার পর তাদের সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা সম্মান দিয়েছি। কিন্তু কেউ যদি সেই সম্মান রাখতে না জানেন, তবে আমাদের কিছু করার নেই। যেখানে যাই খবর পাই যে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী বা নেতাদের যাতে রাস্তা বন্ধ করে বা ভয়ভীতি দেখিয়ে মিটিংয়ে আসতে দেওয়া না হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গায়ের জোর দিয়ে রাজনীতি আমরা দেখেছি। কংগ্রেস, সিপিএম বা জোট আমলে এসব দেখা গেছে। মানুষ এখন বুঝে গেছে সবকিছু। ২০২১ এর এডিসি নির্বাচনে আমরা মাত্র ১১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম। সহযোগী দলকে প্রায় ১৭টি আসন দেওয়া হয়েছিল। ১১টির মধ্যে ৯টিতে জয়ী হয় বিজেপি। পরবর্তী সময়ে আরেকজন নির্দল প্রার্থী আমাদের দলে সামিল হলে ১০টি হয়। আর অনেকেই বলে জনজাতি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সেরকমভাবে শক্তিশালী নয়। কিন্তু আজকের সভাতেও মানুষের বিশাল উপস্থিতি থেকে খুমলুংয়ে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। এডিসিতে আসন সংখ্যা ২৮টি। আগামীতে সেখানে কি হতে যাচ্ছে সবাই সেটা বুঝে গেছেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে গায়ের জোর দিয়ে মানুষের মন পাওয়া যায় না। কাজের মাধ্যমে মানুষের মন পেতে চাই আমরা। জনজাতিদের উন্নয়নে আমরা যা বলি সেটা করি।

জন সমাবেশে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে খুবই আন্তরিক ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জনজাতিদের মধ্যে ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। এবারও রাজ্যের সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আরেকজন স্বনামধন্য জনজাতি ব্যক্তিত্ব নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মশ্রী" সম্মানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমরা জনজাতিদের জন্য একের পর এক কাজ করে যাচ্ছি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, জেলা সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, এডিসি সদস্য সঞ্জিত রিয়াং, জোলাইবাড়ি মন্ডলের সভাপতি সুজিত দত্ত, বিএসি চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

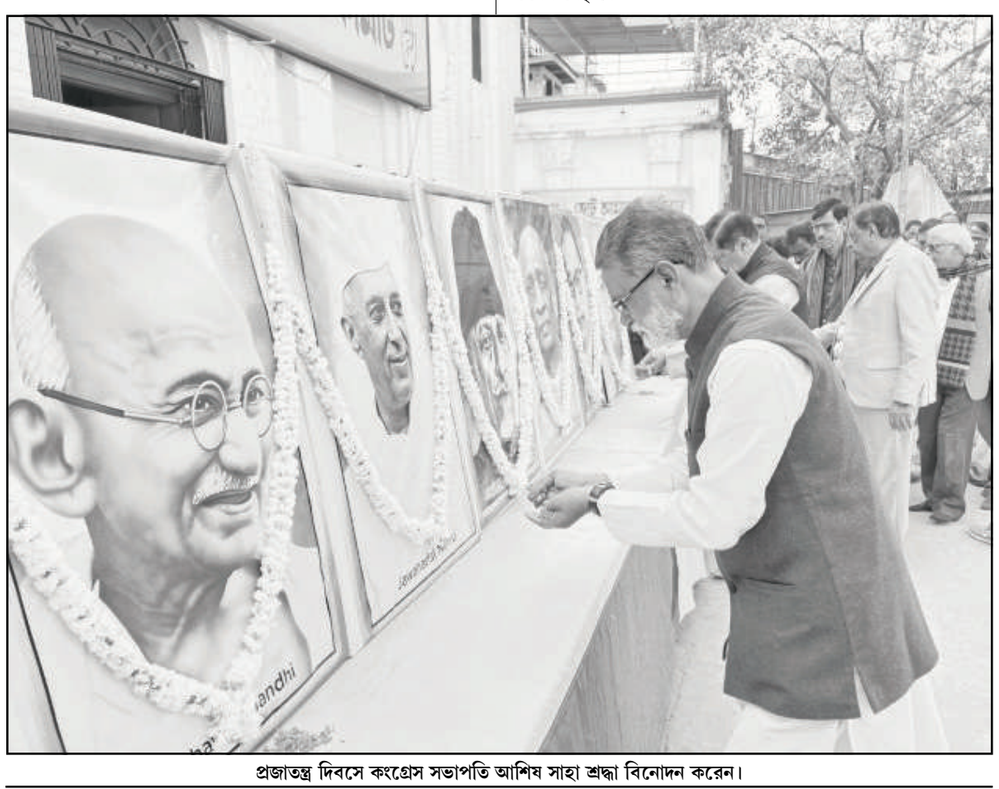

প্রজাতন্ত্র দিবসে কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহা শ্রদ্ধা বিনোদন করেন।

আগরতলায় হেলথ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: উন্নয়ন মানে মানুষের জন্য কাজ করা। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। আজ সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ১টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ৩০০ ইউনিট রক্তের ব্লাড সেন্টার এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাব্রুম মহকুমা ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সাব্রুম মহকুমার পূর্ব জলেফায় সাবুম মহকুমা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষকে সহায়তা করার ভাবনা থেকেই মানুষ রক্তদান করেন। রক্তের কোনও বিকল্প হয় না। যান দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার, প্রসূতি মায়েদের সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য সবচেয়ে বেশি রক্তের প্রয়োজন হয়। রাজ্যে সরকারিভাবে ১২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২টি ব্লাড সেন্টার রয়েছে। রক্তে প্লাজমা এবং অন্যান্য পদার্থ আলাদা করার জন্য রাজ্যে ৬টি সেন্টার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধীরে ধীরে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কমছে। রাজ্যেই এখন উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যে এখন কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি বিভাগ খোলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেতে পারেন সে লক্ষ্যে রাজ্যে এম.বি.বি.এস-এর আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৫০ করা হয়েছে। ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করে ডেন্টাল পড়ার আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। জি.এন.এম., এ.এন.এম, নার্সিং করার আসন সংখ্যাও আরও ৫০টি বাড়ানো হয়েছে। ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে নির্মাণ করা হবে ফার্মেসী কলেজ।

এডিসি এলাকায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি হয়েছে রাজ্যে। হয়েছে ল"ইউনিভার্সিটি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে শুরু করে অন্যান্য কলেজ স্থাপন করার জন্য বিনিয়োগকারীরা এখানে আসছেন। এইভাবেই রাজ্যে তৈরি করা হচ্ছে মেডিক্যাল হাব এবং এডুকেশনাল হাব। জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে মহকুমা হাসপাতালেও এখন ব্লাড সেন্টার খোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রত্যেকে বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। একই রকমভাবে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনাও চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা হচ্ছে দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে সমস্ত মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রোগীদের জন্য ১,৪১৩টি শয্যা করা হয়েছে। আরও ১০০টি শয্যা বাড়ানো হবে। রাজ্যে চালু করা হয়েছে টেলিমেডিসিন বিভাগও। মা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। ডেন্টাল কলেজের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আইএল.এস, হাসপাতালের পাশে অত্যাধুনিক চক্ষু হাসপাতালও করা হবে। রেন্টার্স কলোনীতে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হোমিওপ্যাথি কলেজ নির্মাণ করা হবে। ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টেপানিয়ায় নির্মাণ করা হবে আয়ুর্বেদিক কলেজ। আগরতলায় হেলথ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রোগীদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য ১০ টাকায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ভারত মাতা ক্যান্টিনে কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জেলা হাসপাতালগুলিতে ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর কর্মসূচিতে ১০ লক্ষ শিশু কিশোরকে যুক্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে জেলা, মহকুমা থেকে শুরু করে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যেই এখন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জল জীবন মিশনের সফল বাস্তবায়নে ত্রিপুরা জাতীয় গড়কে ছাড়িয়ে: নীতি সংলাপে রাজ্য সরকারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জল জীবন মিশনের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংলাপে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরলেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

বক্তব্যে তিনি জানান, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৭,৫০,৮৪৯টি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬,৪৭,৯৫৪টি পরিবারে কার্যকর নল জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের গড় কভারেজ দাঁড়িয়েছে ৮৬.৩০ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৮১.৫৬ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

উল্লেখ করা হয় যে জল জীবন মিশনের আগে ত্রিপুরায় মাত্র ৩.২৬ শতাংশ পরিবারে নল জল সংযোগ ছিল। আজ সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, যা এই মিশনের কার্যকর বাস্তবায়নেরই প্রতিফলন।

বক্তব্যে আরও জানানো হয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লেফুঙ্গা ও মোহনপুর ব্লক ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ এফএইচটিসি কভারেজ অর্জন করে "হর ঘর নল সে জল" ব্লক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এখন পর্যন্ত ১৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪,৭০৩টি বসতি সম্পূর্ণভাবে নল জল সংযোগের আওতায় এসেছে।

শিক্ষা ও শিশু কল্যাণের দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে জানানো হয় যে ৪,২৫১টি স্কুল (৯৪.৫৫ শতাংশ) এবং ৮,৪৮১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (৯২.১৭ শতাংশ)-এ পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আর্থিক দিক থেকে রাজ্যের দৃঢ় অবস্থানের কথা উল্লেখ করে জানানো হয়, জল জীবন মিশনের অধীনে ত্রিপুরার মোট অনুমানিক বাজেট ৬,৪৭৪.২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩,৩৪৯.৬০ কোটি টাকা তহবিল প্রাপ্ত হয়েছে এবং ৩,৩৪৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতার পরিচয় বহন করে।

বক্তব্যে জল জীবন মিশনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ -এর উপর আলোকপাত করা হয়। ২০২৩ সালেই রাজ্য সরকার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে এবং কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি উন্নত খসড়া নীতিও প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঞ্চঞ্চখাতে বিদ্যমান আর্থিক ঘাটতি ও কেন্দ্রের নিকট মুলতুবি থাকা ৭৫০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুত দায়বদ্ধতার বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে 'মাইক্রো ওয়াটার ইউটিলিটি' হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলি জল সরবরাহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহারকারী ফি সংগ্রহ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

বিশেষ করে পাহাড়ি, দুর্গম ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কমিউনিটি-পরিচালিত ও শক্তি-দক্ষ জল সরবরাহ মডেল সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পরিচালন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের মধ্যে মালিকানাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বক্তৃতায় বলা হয়, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে এবং প্রশাসন সহযোগী ভূমিকা পালন করলে টেকসই ও মানসম্মত জনপরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধযাতে জল জীবন মিশনের সুফল পরিসংখ্যানের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিটি পরিবারের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানকে ফেলে নিখোঁজ গৃহবধূ, ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: বর্তমান সমাজে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র দিন দিন উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই ফের এক গৃহবধূর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে বুদ্ধিজীবী মহলকে। স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের উত্তর হরিপুর এডিসি ভিলেজের ব্লক টিলা এলাকার বাসিন্দা শ্যামল রায়। স্ত্রী রুমা রায় দাস ও বারো ও চৌদ্দ বছরের দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার। পেশায় পান-সুপারি ও কাঁচামাল ব্যবসায়ী শ্যামল রায় বিভিন্ন গ্রামীণ বাজারে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করে পরিবার প্রতিপালন করেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সংসারের দায়িত্ব একাই সামলাচ্ছিলেন তিনি।

শ্যামল রায় জানান, গত কয়েক মাস ধরেই তার ৩২ বছরের স্ত্রী রুমা রায় দাস মানসিকভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন এবং সংসারের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। সোমবার, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে শ্যামল রায় ব্যবসার কাজে মালামাল নিয়ে জগবন্ধুপাড়া বাজারে যান। সকাল প্রায় দশটা নাগাদ রুমা রায় দাস বাড়িতে থাকা দুই মেয়েকে জানান, তিনি সিএফএল অফিসে যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে পড়েন।

কিন্তু সময় গড়ালেও তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। ঘরে থাকা দুই কন্যা সন্তানের ক্ষুধায় কষ্ট শুরু হয়। মাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ির সামনে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে দুই বোন। পরে বাজার থেকে ফিরে এসে ওই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে পড়েন শ্যামল রায়। মেয়েদের কাছ থেকে সব শুনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও স্ত্রী'র কোনো সন্ধান পাননি তিনি।

অবশেষে মঙ্গলবার গন্ডাছড়া থানায় গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্ত্রী রুমা রায় দাসের নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি ডায়েরি দায়ের করেন শ্যামল রায়। তাঁর অভিযোগ, বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও সোনাদানা নিয়ে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে পালিয়ে গেছেন তাঁর স্ত্রী।

এদিকে মায়ের অপেক্ষায় অঝোরে কেঁদে চলেছে দুই অবুঝ কন্যা সন্তানছায়া ও মায়া। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তারা বারবার মাকে ফিরে আসার আবেদন জানাচ্ছে। "মা, আমরা এখনও ভাত খাইনি। তুমি বাড়ি এলে আমরা সবাই একসঙ্গে ভাত খাবো"এমন করুণ আর্তিতে ভারী হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। গৃহবধূর নিখোঁজের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় উইমেন্স কলেজে পালিত হলো ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস

আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: উইমেন্স কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হলো ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল সাতটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ। এরপর ২৬শে জানুয়ারি দিনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষা মহোদয়া।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় অধ্যাপক অরুণ মুখার্জি স্যারের কণ্ঠে পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গানম"এ দেশের মাটি এ দেশের জল"-এর মাধ্যমে। এরপর টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি অধ্যাপিকা ড. নিবেদিতা ধর প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোকপাত করেন।

এই অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রীরা সকলে উপস্থিত থেকে উপভোগ করেন একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষা মহোদয়াকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত সকলকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ব্যাজ পরিয়ে সম্মান জানান।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে দেশাত্মবোধক গান "ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা-র মাধ্যমে। সমগ্র কর্মসূচির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেশপ্রেম, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

সংবিধান অধিকার লিপিবদ্ধকারী দলিল ঃ রাজ্যপাল

● আটের পাতার পর

করা হয়। জল জীবন মিশন-এর আওতায় গ্রামীণ পরিবারগুলিকে পাইপের মাধ্যমে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রক ২০২২-এর ২ অক্টোবর ত্রিপুরাকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করেছে। ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ৭.৫০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬,৪৬,৮০১ (৮৬.১৪ শতাংশ) পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় মূলত: গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বসতিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, জাতীয় সড়ক প্রকল্পে রাজ্যের মোট ৬টি সড়কের ৯২৩.৩১ কিমি সড়ক রয়েছে এবং আরও ৪টি সড়কের ২২৯.২৫ কিমি অংশকে নীতিগতভাবে জাতীয় সড়ক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় সড়কগুলিকে ডবল লেনে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর ১.৫৫ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে পিএমজিএসওয়াই-গ্রামীণ প্রকল্পে। সাথে সমস্ত সুবিধাভোগীদের শৌচাগার, জল সংযোগ, বিদ্যুৎ ও এলপিজি সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই সম্ভাবনাকে এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি নতুন পর্যটন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বদেশ দর্শন-১ ও ২ প্রকল্পের আওতায় আগরতলা, সিপাহীজলা, উদয়পুর, ছবিমুড়া, নীরমহল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ডুমুর লেক, জম্পুই হিলস ও ঊনকোটি-সহ রাজ্যের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক থেকে মোট ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর অর্থানুকূল্যে বিদেশি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় পর্যটন দপ্তর কসবা কালীবাড়ি মন্দির, চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দির, সোনামুখী (কৈলাশহর), ছবিমুড়া, অমরসাগর ও ফটিকসাগর-সহ বিভিন্ন স্থানে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৯.৭২ কোটি টাকা। কাজগুলি বর্তমানে চলছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে ৫১টি শক্তিপীঠের প্রতিরূপ নির্মাণের জন্য "আইকনিক পর্যটন কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ" প্রকল্পের অধীনে রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ মূলধনী সহায়তা হিসেবে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক, ৯৭.৭০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভূমিপূজন ও শিলান্যাস করেছেন এবং কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যপাল আরও জানান, ব্যবসা পরিচালনাকে সহজতর করা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস রুলস ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি নথির আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ২০২৪, ৯ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে গৃহীত হয়েছে। এই বিধিমালার মাধ্যমে জমির মালিকরা তাঁদের জমির অধিকার সংক্রান্ত নথি আধার নম্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুবিধা পাচ্ছেন। ভূমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং ভূমি বরাদ্দ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিধারীদের বিশেষাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্দোবস্ত) (দশম সংশোধনী) বিধিমালা, ২০২৫ প্রবর্তন করা হয়েছে।

রাজ্যপাল আরও বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। বিশেষত আগামী প্রজন্মের একটি সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের উদ্দেশ্যে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। গত ২৩ জুন, ২০২৫ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা রাজ্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মাধ্যমে ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে এই মর্যাদা অর্জন করে। উল্লাস- নব ভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে আমবাসা, কাকড়াবন ও করবুক- এই তিনটি স্থানে (সাধারণ) সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার মহিলা কলেজকে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার নামকরণ করা হয়েছে ত্রিপুরা সরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। একই সঙ্গে রাজ্যের কারিগরি উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিকে রাজ্য কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে "চিফ মিনিস্টার্স স্কিমস ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড পার্সনস" নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬০ শতাংশ বা তদূর্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা, মানসিক অসুস্থতা অথবা সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে মোট ৮৯১ জন সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

রাজ্যপাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রাদ্ধাঞ্জলি যোজনা-এর অধীনে অন্ত্যোদয় পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে প্রদেয় এককালীন আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২,০০০/-টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্ত্যোদয় পরিবারের কন্যাসন্তানদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ প্রদান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে "মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা" চালু করা হয়েছে। এই যোজনার আওতায় ১ এপ্রিল, ২০২৫ অথবা তদপরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণকারী যোগ্য কন্যাসন্তানের জন্য এককালীন ৫০,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে একটি অন্ত্যোদয় পরিবার থেকে সর্বাধিক ২ জন কন্যাসন্তান এই যোজনার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

২০২৫-২৬ সালে "মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা" নামে আরও একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, অন্ত্যোদয় পরিবারের ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়েকে তার বিয়ের জন্য ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার আগরতলার সাধুটিলায় একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এবং রাজ্য সরকার গোমতী জেলার চন্দ্রপুরে একটি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, ১.০৮ লক্ষ "লাখপতি দিদি" তৈরি করা হয়েছে, যা গ্রামীণ নারী উদ্যোগী তৈরিতে ত্রিপুরাকে জাতীয় স্তরে অগ্রগামী করে তুলেছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত গ্রামীণ সংযোগের সমস্যা সমাধান করতে "মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা" চালু করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো প্রায় ৫০০ কিমি সর্ব-ঋতু উপযোগী রাস্তা নির্মাণ করা, যাতে বিদ্যমান রাস্তা থেকে দূরে অবস্থিত জনবসতিগুলো প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার নির্মিত বা প্রস্তাবিত রাস্তা থেকে ৫০ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সংযোগবিহীন জনবসতিগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব-ঋতু বিটুমিনাস রাস্তা সংযোগের কাজ হাতে নিতে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এমন রাস্তা তৈরি করা হবে।

রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরা দুটি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে- পিএম-জনমন বাস্তবায়নে সেরা পারফর্মিং রাজ্য এবং ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান বাস্তবায়নে সেরা পারফর্মিং রাজ্য হিসেবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলাও পিএম-জনমন বাস্তবায়নের জন্য সেরা পারফর্মিং জেলা হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। জনজাতিদের প্রধান সমাজপতিদের স্বীকৃতির চিহ্ন হিসেবে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করার জন্য তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার্থে সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, যা সম্প্রতি মাসিক ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সকলকে শপথ, কঠোর পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ সেবা এবং পরম আন্তরিকতা ও সততার সাথে, প্রকৃত কাজের স্পৃহা ও কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ত্রিপুরাকে দেশের একটি আদর্শ, সমৃদ্ধ এবং সেরা রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

আজকের এই অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে অংশ নেন বি.এস.এফ, টি.এস.আর-এর ১৪ ও ১৫ ব্যাটেলিয়ন, আসাম রাইফেলস, সি.আর.পি.এফ, মণিপুর পুলিশ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, হোমগার্ড, এন.সি.সি. বালক ও বালিকা, গার্লস গাইড, বয়েজ স্কাউট, এন.এস.এস., সিভিল ডিফেন্স এবং আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। কুচকাওয়াজে উৎকর্ষতার নিরিখে সিকিউরিটি বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে বিএস.এফ, প্ল্যাটুন, দ্বিতীয় মহিলা টি.এস.আর. (১৫ ব্যাটেলিয়ন) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে আসাম রাইফেলস। নন-সিকিউরিটি বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে এন.এস.এস., দ্বিতীয় স্থান গার্লস গাইড এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে এন.সি.সি. গার্লস। বিজয়ী প্ল্যাটুনগুলির প্ল্যাটুন কমান্ডারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের যে সকল পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। এরমধ্যে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতির পদক পাচ্ছেন টি.এস.আর.-এর সপ্তম ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার (জি.ডি.) শিবচরণ দেববর্মা।

এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক পাচ্ছেন পশ্চিম জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার দেবপ্রসাদ রায়, টি.এস.আর. পঞ্চম বাহিনীর সুবেদার (জি.ডি.) প্রদীপ চন্দ্র দাস, ট্রাফিক ইউনিটের অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেকটর (ইউ.বি.) অমল দত্ত, এস.বি. শাখার অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেকটর (ইউ.বি.) ধ্রুবজ্যোতি হালদার, টি.এস.আর. সপ্তম বাহিনীর হাবিলদার (জি.ডি.) বিপুল দেব এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কনস্টেবল জীবন দেবনাথ। পদক প্রাপকদের ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই পদক তুলে দেওয়া হবে। আজকের প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, এডিসি এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কার্যালয়ে যথাযথ মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন। জাতীয় পতাকা উন্মোচনের পর উপস্থিত সকলের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয় এবং সংবিধানের আদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দেশের অগ্রগতির পথে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

উৎসাহ—উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধর্মনগর ও কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হলো ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মুখ্য প্যারেড

ধর্মনগর, ২৬ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে উৎসাহ—উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মুখ্য প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ধর্মনগরের বিবিআই মাঠে। সকাল ঠিক ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন রাজ্য সরকারের ওবিসি কল্যাণ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাইসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পতাকা উন্মোচনের পর মন্ত্রী সান্তনা চাকমা প্যারেড পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে তিনি নারীদের আত্মনির্ভরতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে নারীদের আরও বেশি করে স্বনির্ভর করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

প্যারেড শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। পরবর্তীতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবসের উদ্‌যাপন সম্পন্ন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের আবহ পরিলক্ষিত হয়।

কৈলাসহর: সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঊনকোটি জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হলো ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় জেলাসদর কৈলাসহরের কলেজ স্টেডিয়ামে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উন্মোচন করে কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তাঁর ভাষণে তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দেশের অগ্রগতি ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দেন।

এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাসহর বিধানসভার বিধায়ক বিরজিত সিনহা, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেব রায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডা. তমাল মজুমদার, জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক বিপুল দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ নাগরিক।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাহিনীর অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এসব পরিবেশনার মাধ্যমে রাজ্য ও দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

তেলিয়ামুড়ার চামপ্লাই নয়া বাড়িতে কোটি টাকার প্রকল্পে নিম্নমানের বোল্ডার ব্যবহারের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চামপ্লাই নয়া বাড়ি এলাকায় রাস্তার ভাঙন রোধে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে বোল্ডার বসানোর কাজ শুরু হলেও, কাজের শুরুতেই তা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই প্রকল্পে ব্যবহৃত বোল্ডার অত্যন্ত নিম্নমানের, যা হাত দিয়ে সামান্য জোরে চাপ দিলেই ভেঙে পড়ছে।

সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, বর্ষা শুরু হলে এই নিম্নমানের বোল্ডার কোনওভাবেই রাস্তার ভাঙন রোধ করতে পারবে না। বরং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পুরো কাজ ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে, এই নিম্নমানের কাজের নেপথ্যে শাসক দলের একাংশের স্থানীয় প্রভাবশালীদের পরোক্ষ মদতের অভিযোগ। সূত্রের খবর, ঠিকাদার ও সামগ্রী সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে ইচ্ছাকৃতভাবেই খারাপ মানের বোল্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে মোটা অঙ্কের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা যায়।

এমনকি কাজের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন শ্রমিক ও কর্মীও স্বীকার করেছেন, ব্যবহৃত সামগ্রী অত্যন্ত নিম্নমানের। তবে তাঁদের দাবি, "উপর মহলের নির্দেশ" থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এলাকাবাসীর প্রশ্ন, যে রাস্তা রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, সেই কাজ যদি শুরুতেই ভেঙে পড়ে, তাহলে সরকারি অর্থ আসলে কার পকেটে যাচ্ছে? প্রশাসনের দায়িত্বশীল আধিকারিকরা কি বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন, নাকি অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবেসেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

চামপ্লাই নয়া বাড়ির বাসিন্দাদের একটাই দাবিএই নিম্নমানের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে। অন্যথায় এই প্রকল্পও সাধারণ মানুষের চোখে 'কাগজে-কলমে উন্নয়ন'-এর আরেকটি উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে কাঞ্চনপুর চাপে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে লংতরাই ভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয় পেতে চলেছে লংতরাই ভ্যালি। তাও প্রতিপক্ষ কাঞ্চনপুর কে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। লীগ পর্যায়ে তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা লংতরাই ভ্যালীর। তবে এই জয় তাদের কোনও ভাবে মূল পর্বে খেলার সুযোগ করে দিতে পারবে না। কেননা প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে কসমোপলিটনের কাছে ১৯৫ রানে এবং বিসিসি-র কাছে ১০ উইকেটে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। উদয়পুরে জামজুরি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ শুরুতে কাঞ্চনপুর প্রথমে মিটিং এর সুযোগ পায়। ২২ ওভার খেলে ৬০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাল্টাবে ব্যাক করতে নেমে লংতরাই ভ্যালি দিনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত ৬১ ওভার খেলে ১৯৮ রানে ইনিংস শেষ করে। ১৩৮ রানে পিছিয়ে থেকে কাঞ্চনপুর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে, দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের তিন ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে এক রান সংগ্রহ করে। এককথায় কাঞ্চনপুর এই মুহূর্তে ১৩৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। আগামীকাল, বুধবার সকালের খেলায় ম্যাচের ফলাফলের হদিস পাওয়া যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ব্যাটিংয়ে লংতরাই ভ্যালির হয়ে তন্ময় চন্দের ৫১ রান সর্বাধিক। বোলিংয়ে লংতরাই ভ্যালির বিপিন দেবনাথ ১৫ রানে একাই আটটি উইকেট তুলে নেয়। কাঞ্চনপুরের রুপম নাথ চারটি উইকেট পেয়েছিল ৩৮ রানের বিনিময়ে।

ধর্মনগরে প্রজাতন্ত্র দিবসে নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দেশের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগরের পদ্মপুর ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হলো একদিনের জমজমাট টি ১০ নক-আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।চারটি শক্তিশালী দলকে নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় শেষ হাসি হাসলো আয়োজক পদ্মপুর ক্লাব। রানার্সের শিরোপা জিতলো ধর্মনগর প্রেসক্লাব।এদিন সকালে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা নাথ। অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাপলং পঞ্চায়েত সদস্য হেমেন্দ্র নাথ এবং ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য সাংবাদিক পান্না ঘোষ।এছাড়াও এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ক্রীড়া উৎসবে শামিল হন।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় ধর্মনগর প্রেস ক্লাব বনাম হাপলং জিপি। টসে জিতে হাপলং জিপি প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ১২৭ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে প্রেস ক্লাব।১২৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে হাপলং জিপি ১০৭ রান করে। ফলে নকআউট ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছে যায় ধর্মনগর প্রেস ক্লাব।দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় পদ্মপুর ক্লাব বনাম 'জয় ভারত'।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে জয় ভারত সংগ্রহ করে ৭৮ রান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পদ্মপুর ক্লাব এবং ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে এবং ফাইনালে মুখোমুখি হয় টুর্নামেন্টের দুই শক্তিশালী দল পদ্মপুর ক্লাব ও ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পদ্মপুর ক্লাব। নির্ধারিত ১০ ওভারে তারা স্কোরবোর্ডে ৯১ রান সংগ্রহ করে। জয়ের জন্য ৯২ রানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামে প্রেস ক্লাব। কিন্তু পদ্মপুর ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ওভারে তারা মাত্র ৫২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে পদ্মপুর ক্লাব এবং রানার-আপ হয় ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। এদিকে প্রেসক্লাবের অধিনায়ক রাজকুমার দাস ও পান্না ঘোষ সহ রাহুল দাসরা মাঠ কাঁপান। খেলা শেষে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে দুই দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।প্রজাতন্ত্র দিবসের এই বিশেষ দিনে এমন সুন্দর আয়োজনে খুশি এলাকাবাসী ও ক্রিকেট প্রেমীরা।

বাংলাদেশের অবস্থানকে 'ভণ্ডামি' বলছে আইসিসি! বিশ্বকাপ বিতর্কে মুখ খুলল ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংস্থা

বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত আইসিসি নিয়েছে, তাকে দ্বিচারিতা বলেছে পাকিস্তান। এ বার জানা গেল, খোদ বাংলাদেশের অবস্থানকেই ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতা বলেছে আইসিসি।

'ক্রিকবাজ' ওয়েব সাইটের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অবস্থানকে 'ভণ্ডামি' বলেছে আইসিসি। বাংলাদেশ জানিয়েছিল, তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ভারতে খেলতে আসতে পারবে না। আইসিসি নিজেদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, গত বছর আরও বেশি নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান সফর করেছিল বাংলাদেশ।

এ দিকে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ বাদ যাওয়ায় উদ্বিগ্ন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ডব্লিউসিএ। এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংস্থা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করছেন ডব্লিউসিএর চিফ এক্সিকিউটিভ টম মোফাট।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না থাকাকে দুঃখজনক বলে জানিয়েছে ডব্লিউসিএ। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সরে যাওয়া এবং এর ফলে ২০ ওভারের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে ক্রিকেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক। ক্রিকেটের পক্ষে এটা দুঃখজনক। বাংলাদেশের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের জন্যও দুঃখের। বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি দল এবং খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণই ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। যথাযথ এবং ধারাবাহিক সমর্থন প্রয়োজন। ন্যায্য শর্তে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হওয়া উচিত। সব দলের অংশগ্রহণ এবং অবদানে প্রতিযোগিতা সফল হলে তবেই সেরা ক্রিকেট পাওয়া যায়।"

বিবৃতিতে তারা আরও বলেছে, "সম্প্রতি ক্রিকেটে এক ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে ডব্লিউসিএ উদ্বিগ্ন। চুক্তিকে সম্মান করা হচ্ছে না, অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্তাদের আলোচনাও ইতিবাচক হচ্ছে না। এগুলি এক ধরনের অবহেলার ইঙ্গিত। যেগুলি ক্রিকেটে থাকা উচিত নয়। এ সব আসলে বিশ্ব পর্যায়ে খেলাটির বর্তমান পরিচালন কাঠামোর গুরুতর সমস্যাগুলিকেই চিহ্নিত করে। এই সব সমস্যা উপেক্ষিত থাকলে আস্থা, ঐক্য এবং আমাদের প্রিয় খেলাটির ভবিষ্যৎ দুর্বল হয়ে পড়বে।" ক্রিকেটের স্বার্থে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংস্থা। ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে। কিছু বিষয় আত্মপর্যালোচনা প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে ডব্লিউসিএ।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা শেষ মুহূর্তে ডাক পাওয়া স্কটল্যান্ডের, বাংলাদেশকে সমবেদনাও জানালেন স্কটিশেরা

বিশ্বকাপ শুরুর ১৪ দিন আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আমন্ত্রণ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। তার তিন দিনের মাথায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল স্কটল্যান্ড। তার আগে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া বাংলাদেশকে সমবেদনা জানিয়েছে তারা।আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল স্কটল্যান্ড। পাঁচ জন রিজার্ভ ক্রিকেটারের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন মূল দলের সঙ্গে ভারতে আসবেন। নেতৃত্ব দেবেন রিচি বেরিংটন। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে খেলা ১১জন ক্রিকেটার রয়েছেন এ বারের দলে। প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলবেন টম ব্রুস, ফিনলে ম্যাকক্রিথ এবং অলিভার ডেভিডসন। এ ছাড়া প্রথম বার স্কটল্যান্ডের দলে ডাক পেয়েছেন আফগান বংশোদ্ভুত জোরে বোলার জাইনুল্লা ইহসান। দল ঘোষণার আগে ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ টুডি লিন্ডব্লেড বাংলাদেশের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা কখনো এ ভাবে বিশ্বকাপ খেলতে চাইনি। বিশ্বকাপের একটি নির্দিষ্ট বাছাই পদ্ধতি রয়েছে। কেউই এ ভাবে বিশ্বকাপ খেলার আমন্ত্রণ পেতে চায় না। আমাদের এ বারের অংশগ্রহণ ব্যতিক্রম পরিস্থিতির ফল। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য আমাদের খারাপ লাগছে। বাংলাদেশ দলের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে।" একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হঠাৎ সুযোগ এলেও বিশ্বকাপের ২২ গজে লড়াই করার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ 'সি'তে স্কটিশদের খেলতে হবে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল এবং ইটালির সঙ্গে।স্কটল্যান্ড দল: রিচি বেরিংটন (অধিনায়ক), টম ব্রুস, ম্যাথিউ ক্রস, ব্র্যাডলি কারি, অলিভার ডেভিডসন, ক্রিস গ্রিভস, জাইনুল্লা ইহসান, মাইকেল জোন্স, মাইকেল লিস্ক, ফিনলে ম্যাকক্রিথ, ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন, জর্জ মুন্সি, সফিয়ান শরিফ, মার্ক ওয়াট, ব্র্যাডলি হুইল। দলের সঙ্গে রিজার্ভ হিসাবে থাকবেন জ্যাসপার ডেভিডসন এবং জ্যাক জারভিস। এ ছাড়াও রিজার্ভ হিসাবে নাম রয়েছে ম্যাকেঞ্জি জোন্স, ক্রিস ম্যাকব্রাইড এবং চার্লি টিয়ারের।

বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বাঁচান! বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পরে কাতর অনুরোধ ক্রিকেটারদের, বোর্ডের পদক্ষেপে নতুন বিতর্ক

আপাতত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-পর্ব শেষ। কিন্তু তা-ও বিতর্ক থামছে না। বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। অপসারিত কর্তা নাজমুল ইসলামকে নিজের পদে ফিরিয়ে আনায় চিন্তায় ক্রিকেটারেরা। বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বাঁচানোর অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'ডেলি স্টার' এই খবর জানিয়েছে। নাজমুল বোর্ডে ফিরে আসায় ক্রিকেটারদের আশঙ্কা, আবার তাঁদের উপর চাপ তৈরি করা হবে। এক ক্রিকেটার বলেছেন, "আপনারা বুঝতেই পারছেন এখানে কী কী হচ্ছে।" তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট, বোর্ডের উপর ভরসা করতে পারছেন না ক্রিকেটারেরা।

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানের বাদ পড়া এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে চলা জল্পনার মধ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ভারতের দালাল বলে প্রথমে বিতর্কে জড়ান নাজমুল। তার পর বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে ক্রিকেটারদের বিসিবি ক্ষতিপূরণ দেবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল বলেছিলেন, "ওরা গিয়ে কিছুই করতে পারে না। তা-ও আমরা ওদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করি। আমরা কি ওদের কাছে টাকা ফেরত চাই?" তাঁর এই মন্তব্য আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত, রিশাদ হোসেন, লিটন দাসেরা। বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধানের অপসারণের দাবি তোলেন ক্রিকেটারেরা। না হলে বিপিএল-সহ সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ক্রিকেটারদের সংগঠন 'কোয়াব'। বিসিবিকে সময়সীমাও বেঁধে দেন ক্ষুব্ধ ক্রিকেটারেরা।

চাপের মুখে গত ১৫ জানুয়ারি নাজমুলকে সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। সে দিন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেছিলেন, "প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম স্বার্থ এবং সুষ্ঠু ভাবে প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে নাজমুলকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" অথচ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হতেই অপসারিত নাজমুলকে আবার পদে ফিরিয়ে আনল বিসিবি। শুধু তাই নয়, ফিরিয়ে দেওয়া হল অর্থ কমিটির প্রধানের পদ-সহ সব দায়িত্বও। স্বভাবতই বিসিবি কর্তাদের এই সিদ্ধান্ত নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে বিপিএল শেষ করার স্বার্থেই কি অপসারিত করা হয়েছিল তাঁকে? সব মিটে যেতেই ক্রিকেটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন আমিনুলেরা? ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রতারণা করলেন তাঁরা?

ইস্তা, বিশালের জোড়া শতরানে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হার্ভের বিরুদ্ধে জয়ের হাতছানি মোহনপুরের। এই জয়ের সুবাদে মোহনপুর জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিতে পারবে। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সৌজন্যে মোহনপুর সি-বিভাগ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের লীগ পর্যায়ের খেলায় ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে মোহনপুর ২৩২ রানে এগিয়ে রয়েছে। এখনও তাদের হাতে নয় উইকেট বর্তমান। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে আজ, মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ শুরুতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। ২৯ ওভার ২ বল খেলে ৪৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। মোহনপুরের পান্থর, পিনাক ও মিমনের বোলিং দাপটে হার্ভে-র ব্যাটার্সরা নিরাশ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত আসে। পান্থর দেববর্মা একাই পাঁচটি উইকেট পায় নয় রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মোহনপুরের ওপেনার বিশাল সরকার সেঞ্চুরি করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেও ইস্তা দেবনাথের অপরাজিত ১২৪ রান এবং অধিনায়ক অন্তরীপ সাহার অপরাজিত ১৪ রান উল্লেখযোগ্য। আগামীকাল, বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় মোহনপুর আরও কিছুটা এগিয়ে হার্ভের সামনে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে। লক্ষ্য রাখবে ইনিংসে জয়ী হওয়ার।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে কমলপুরকে চাপে রেখে ১ম জয়ের লক্ষ্যে ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নীপকো মাঠে ম্যাচের প্রথম দিনে ২৩ উইকেটের পতন। প্রথম ইনিংসে লিড। এমনকি প্রথম জয়ের স্বাদের হাতছানিও রয়েছে ধর্মনগরের সামনে।। ভাইটাল ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ধর্মনগর হয়তো অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। অনেকটা এমনটাই মনে হচ্ছে, কেননা গ্রুপ ডি থেকে ইতোমধ্যে উদয়পুর লীগের তিন ম্যাচের তিনটিতেই জয়ী হয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে যথারীতি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার স্থান করে নিয়েছে। ডি গ্রুপ থেকে ধর্মনগর, কমলপুর এবং খোয়াইয়ের মধ্যে কোনদল মূল পর্বে খেলবে তা নির্ভর করছে মেসির ফলাফল এবং রানের গড়ের উপর। প্রথম দিনের খেলা শেষে ধর্মনগর ১৫১ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে তাদের আরও সাতটি। সকালে ম্যাচ শুরুতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিংয়ের এর সুযোগ পেয়ে ৩৭ ওভারে ১১৮ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে কমলপুর ২৯ ওভার ৪ বল খেলে ৬৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৫৫ রানে লিড নিয়ে ধর্মনগর পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৯ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। বোলিংয়ে ধর্মনগরের অভয় ১৭ রানের বিনিময়ে একাই আটটি উইকেট তুলে নিয়ে স্পটারদের নজর কেড়ে নিয়েছে।

টি আই টি-তে জেসিসি কৈলাশহর ম্যাচ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শঙ্খনীল, সায়নের পর নীতিশ, আয়ুষের অনবদ্য ব্যাটিং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে চ্যালেঞ্জিং স্কোরের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। দিনের খেলা শেষে জেসিসি ৯০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩১৩ রান সংগ্রহ করেছে।

ফটিকরায়ে নেতাজি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভাধীন কৃষ্ণনগর এলাকায় শুরু হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতি লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

খেলার উদ্বোধন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা সুধাংশু দাসের। পাশাপাশি তিনি রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের সার্বিক মানোন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন।আলোচনাকালে পূর্বতন সরকারের সমালোচনায় মুখর হন ক্রীড়া মন্ত্রী।

তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন কিংবা খেলোয়াড়দের বিকাশে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী তথা খেলার আয়োজক সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অমিত যাদব সহ খেলা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য অতিথিরা।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে খেলার আয়োজক মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, বর্তমান যুব প্রজন্মকে ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতেই এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।তাঁর কথায় খেলাধুলা মানুষের শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুব সমাজকে মোবাইল আসক্তি ও হতাশা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলাই অন্যতম কার্যকর মাধ্যম বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। মোট দশটি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করেছে এই টুর্নামেন্টে।প্রথম দিনের খেলায় মুখোমুখি হয় বিলাসপুর বেস্ট ইলেভেন এবং সোনাইমুড়ির থান্ডার স্ট্রাইক।

টসে জিতে মাঠে নামে বিলাসপুর বেস্ট ইলেভেন। বিলাসপুরের হয়ে খেলায় অংশ নেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস নিজেও।

সম্পূর্ণ আইপিএল ধাঁচে খেলোয়াড় নির্বাচন করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে এক লক্ষ টাকা এবং রানার্স দলের জন্য থাকছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার, পাশাপাশি উভয় দলের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় ট্রফি।

খেলাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের মধ্যে।

তেলিয়ামুড়ায় সুধাংশু স্মৃতি মেগা নকআউট টেনিস ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে এখন নানান সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।তেলিয়ামুড়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে।শহরের অন্যতম স্বনামধন্য সংগঠন নিউ স্টার ক্লাব প্রথমবারের মতো আয়োজন করতে চলেছে "সুধাংশু দাস স্মৃতি মেগা নকআউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।যা ইতিমধ্যেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।এই টুর্নামেন্টটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্গীয় সুধাংশু দাস-এর স্মৃতিতে, যিনি এক সময়ে রঞ্জি ট্রফির একজন বিশিষ্ট ক্রিকেটার ছিলেন। তাঁর ক্রীড়া জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয়েছে।টুর্নামেন্ট শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসে।এন্টি ফি৩০০০ টাকা। এন্টি ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি।এন্টি জমা দেওয়ার স্থান নিউ স্টার ক্লাব ও তেলিয়ামুড়া থানার পাশে বিপ্লব দাসের স্টেশনারি দোকান। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি রয়েল এনফিল্ড বাইক।রানার্স-আপ দলকে একটি পালসার ১৫০ সিসি বাইক।ম্যান অফ দ্য সিরিজ একটি আই ফোন দেওয়া হবে। উদ্যোক্তা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ক্লাব সম্পাদক সুমন ঘোষ এই টুর্নামেন্টের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি জানান, এই টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিটি দলের জন্য ১৬ জনের প্লেয়ার লিস্ট বাধ্যতামূলক। এই মেগা টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা ও ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

তাঁর উপস্থিতি এই টুর্নামেন্টকে আরও গৌরবান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ক্লাব সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যরা সকল ক্রীড়াপ্রেমী, স্থানীয় বাসিন্দা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এই উদ্যোগকে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তাঁদের বিশ্বাস, এই টুর্নামেন্ট তেলিয়ামুড়ার ক্রীড়া সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে।

পৃথ্বীরাজের শতক, সংহতি চাপে বড় স্কোরের লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হৃদয় জিৎ, নবজিতের পর পৃথ্বীরাজ এবং অনুদ্বীপের দুর্দান্ত ব্যাটিং। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে তেলিয়ামুড়া। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে তেলিয়ামুড়ার প্রত্যাশা প্রতিপক্ষ সংহতির বিরুদ্ধে দারুণ জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। অনেকটা এই লক্ষ্য কে পাথেয় করেই তেলিয়ামুড়া বড় স্কোরের দিকে এগোচ্ছে। প্রথম দিনের খেলা শেষে তেলিয়ামুড়া ৩৩৪ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে, ৬ উইকেটের বিনিময়ে। দিনভর ৯২ ওভার খেলে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও চারটি। অধিনায়ক পৃথ্বীরাজ গোপ ৮৪ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, হৃদয়জিৎ সাহার ৬৩ রানও উল্লেখ করার মতো। নবজিৎ কর ও অনুদীপ গোপ দুজনেই ৪১ করে রান পায়। সংহতি ক্লাবের অধিনায়ক মহির্নব লস্কর দুটি উইকেট পেয়েছে ৪২ রানের বিনিময়ে। আগামীকাল, বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে তেলিয়ামুড়ার লক্ষ্য থাকবে বিশাল স্কোরে এগিয়ে থেকে সংহতিকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানানোর।

দ্বীপের ৬ উইকেট, সিদ্ধার্থ-তুষারের ব্যাটিং পারফরম্যান্সে এগিয়ে বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চলমান সংঘ লড়ছে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর নির্ণায়ক ম্যাচ বলে কথা। ইতোমধ্যে দুটি দলই গ্রুপ এফ থেকে মূল পর্বে অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আজ থেকে শুরু হওয়া গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে যে দল জয়ী হবে বা ড্র ম্যাচ থেকে অধিক পয়েন্ট পাবে সেই দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে মূল পর্বে খেলবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৫ ওভারে ৯৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। ওপেনার শুভ্রজিত শর্মার ৩৭ রান এবং অধিনায়ক কিষান সরকারের ২৪ রান বাদ দিলে কারোর ব্যাটেই যেন কোনও রান নেই। বিশালগড়ের দ্বীপ দেব একাই ছটি উইকেট তুলে নেয় কুড়ি রানের বিনিময়ে। এছাড়া রিয়াদ হোসেন পেয়েছে তিনটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিশালগড় ৪৯ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩১০ রান সংগ্রহ করে নেয়। সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৯৫ বল খেলে ২৫ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৪৩ রান করে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসলেও তুষার নমঃ উইকেটে রয়েছে ব্যক্তিগত ৯৯ রান নিয়ে। সঙ্গে দ্বীপ দেব রয়েছে ব্যক্তিগত ২২ রানে।

দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে যশস্বীকে পাবে না মুম্বই, খেলতে পারবেন না ভারতীয় দলের আরও দু'জন

রঞ্জি ট্রফির মুম্বই-দিল্লি ম্যাচে খেলবেন না যশস্বী জয়সওয়াল। খেলবেন না ভারতীয় দলের আরও দুই সদস্য। অসুস্থতা বা চোটের জন্য তিন জনকে পাওয়া যাবে না এই ম্যাচে। পরে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে সকলেই খেলতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে কয়েক দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল যশস্বীকে। সেখানে তাঁর এন্ডোস্কোপি করা হয়। এখনও খেলার মতো অবস্থায় নেই। তাই আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না তিনি। এই ম্যাচে মুম্বই পাবে না শার্দূল ঠাকুরকেও। কিছু দিন আগে পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। চোট সারলেও এখনও ম্যাচ খেলার অবস্থায় নেই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার।

এই ম্যাচে দিল্লি পাবে না ঋষভ পন্থকে। ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ভারতীয় দলের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলতে পারেননি। বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব পর্ব চলছে পন্থের। তিনিও ২৯ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না।

সুমন, আরিয়ান, অর্পনের দুর্দান্ত ব্যাটিং বিএসটি-র সামনে ফ্রেন্ডস-এর বিশাল স্কোর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরিয়ান আউট হয়েছে ১৭০ রানে, তবে অর্পণ ভট্টাচার্য্য খেলছে দ্বিশতরানকে উদ্দেশ্য করে। ১২ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করে উইকেট রক্ষক সুমন যাদবকে প্যাভেলিয়নে ফিরতে হয়েছে কট আউট হয়ে। এক কথায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর ব্যাটার্সরা দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের আসরে গ্রুপ লীগের খেলায় ইউনাইটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দুর্দান্ত ব্যাটিং করছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে লীগ পর্যায়ের ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দিনভর খেলে ৯০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪৫৪

প্রজাতন্ত্র দিবসে আসাম রাইফেলস মাঠে

সংবিধান অধিকার লিপিবদ্ধকারী দলিল ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আজ আয়োজিত হয় আসাম রাইফেলস ময়দানে। সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ সহ রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ১৬টি প্ল্যাটুন কুচকাওয়াজের মাধ্যমে রাজ্যপালকে অভিবাদন জানান। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু বলেন, ১৯৫০ সালে এই দিনে আমরা, ভারতবাসীরা নিজেদেরকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলাম, যার মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের জন্য ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। সেই সাথে আমরা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আমাদের মহান রাষ্ট্রের একতা ও অখন্ডতাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার। সংবিধান হচ্ছে আমাদের অধিকার লিপিবদ্ধকারী এক দলিল এবং কর্মক্ষেত্রে এক পথ প্রদর্শক। সংবিধান এমন একটি দলিল যার জন্য আমাদের গর্ববোধ করা উচিৎ এবং তার অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিৎ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব মহান নারী-পুরুষ নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণ করার দিনও এই দিবস।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরাতে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোক সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিকল্পিত কৃষিকাজের উপর জোর দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম.-কিষাণ) প্রকল্পে ২.৪৪ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে ১০৩.৪০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পিএম কিষাণ প্রকল্পে ২০তম এবং ২১তম কিস্তি বাবদ ২.১৭ লক্ষ কৃষকের একাউন্টে জমা হয়েছে ৮৭৪৭.৪৪ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অধীনে মোট ৩,০৯,১৯৫ জন কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্য মাছের চারা উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে এবং উদ্বৃত্ত মাছের চারা প্রতিবেশি রাজ্যগুলিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বর্তমানে মাছের চারা উৎপাদনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এবং মৎস্যচাষীদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন-উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষ, ফ্রন্টলাইন মৎস্য চাষ পদ্ধতি গ্রহণ, উচ্চ গুণমান সম্পন্ন মাছের চারা উৎপাদন, ফসল তোলার পর পরিকাঠামো তৈরি এবং মৎস্য জীবীদের জন্য কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। রাজ্যপাল বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস অর্থাৎ ৫ জুন, ২০২৫ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা দেশে "এক পেড় মা কে নাম ২.০ ক্যাম্পেইন"-এর সূচনা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২২,৩৩,৯০২ লক্ষ চারা লাগানো হয়। এই অভিযান এখনো পর্যায়ক্রমে চলছে এবং লাগানো চারাগুলিকে দেখাশোনা ও রক্ষা করার জন্য স্থানীয় জনগণকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ও ডিরেগুলেশন সংক্রান্ত ২৩টি পয়েন্ট অগ্রাধিকারের নিরিখে ত্রিপুরা রাজ্য শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। রাজ্যের পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়ন বিশেষ করে সড়ক, সেতু, বিল্ডিং ইত্যাদির উন্নয়নে পূর্ত দপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত বছরগুলিতে বহু পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও অনেক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হস্ততাঁত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জাতীয় হস্ততাঁত দিবস-২০২৫-এ রাজ্যের পারম্পরিক হস্ততাঁত শিল্পী শিমলা দেববর্মাকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোক ভবনে অ্যাট হোম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় আগরতলার লোক ভবনে অ্যাট হোম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু, রাজ্যপাল পত্নী রেণুকা নান্নু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাও, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড়, বিচারপতি এস, দত্ত পুরকায়স্থ, বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, ডি.জি.পি. অনুরাগ, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। লোক ভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন সৈনিক সম্মেলন আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: ত্রিপুরা সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের উদ্যোগে আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে প্রাক্তন সৈনিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জি এ (পলিটিক্যাল) তরুণ কুমার দেববর্মা। মুখ্য অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সরকার ও প্রশাসন প্রাক্তন সৈনিক ও প্রয়াত প্রাক্তন সৈনিক পরিবারের পরিজনদের জন্য সহানুভুতিশীল। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং, এক্স সার্ভিসম্যান লিগের এইচ এফ ও পরেশ চন্দ্র সাহা, এক্স এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মেজর পি কে সিনহা এবং প্রাক্তন সেনা সদস্যদের অবদান ভিত্তিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রতিনিধি কর্ণেল পি কে রায়।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের সহকারি অধিকর্তা মেজর কাকলি ধর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল আর কে শর্মা। অনুষ্ঠানে সৈনিক কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রাক্তন বীর শহীদ এর ১২ জন বিধবা স্ত্রীকে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান, ১৩ জন বিধবা স্ত্রীকে সেলাই মেশিন (পেনশনার), ৪ জন বিধবা (নন পেনশনার) বয়স্ক স্ত্রীকে কম্বল দেওয়া হয়েছে। অতিথিগণ মঞ্চে এই প্রয়াত সৈনিকদের স্ত্রীদের হাতে ঐসমস্ত সামগ্রী ও আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন। জাতীয় পতাকা উন্মোচনের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গর্বের দিন। প্রতিবছর এই দিনটির জন্য আমরা সবাই অপেক্ষায় থাকি। দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং আইনের শাসন কায়েম করার জন্য এই দিনটিতে আমাদের দেশের সংবিধান কার্যকর করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার গর্ব: নয়াদিল্লিতে ৬ষ্ঠ রিপাবলিক ডে প্যারেডে অংশ নিল ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির ক্যাডেটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: জাতীয় স্তরে ফের গর্বের মুহূর্ত এনে দিল ত্রিপুরা। ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি -এর ক্যাডেটরা নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন। এই সাফল্য ব্যাটালিয়নের কঠোর শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও উচ্চমানের প্রশিক্ষণেরই প্রতিফলন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ এনসিসি ক্যাডেটদের কাছে অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয়। সেই সম্মান অর্জনের মাধ্যমে ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক রচিত হলো।

৬ষ্ঠ রিপাবলিক ডে প্যারেডে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির ক্যাডেটরা হলেন আন্ডার অফিসার কৃষ্ণ বৈষ্ণব, আন্ডার অফিসারমানস প্রতিম বৈশ্য, ক্যাডেট (সিডিটি) জয়দীপ সাহা, ক্যাডেট (সিডিটি) আকাশ জমাটিয়া।

এই প্যারেডে অংশগ্রহণ শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনী নয়, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি কঠোর প্রশিক্ষণ, উৎকৃষ্ট আচরণ এবং ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জাতীয় সেবার আদর্শে অবিচল প্রতিশ্রুতি। ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসির ক্যাডেটরা তাঁদের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় মঞ্চে ত্রিপুরা ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

এই সাফল্য ত্রিপুরা, এনসিসি এবং রাজ্যের যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত গর্বের। পাশাপাশি এটি ভবিষ্যতের এনসিসি ক্যাডেট ও ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে, যাতে তারা উৎকর্ষের পথে এগিয়ে এসে দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। ১৫ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ন এনসিসির সকল ক্যাডেট ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যবাসী।

বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে দুইদিন ব্যাপী উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: আগামী ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি আগরতলা টাউনহলে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ২৩তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই সম্মেলনপ সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত, রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন সভাপতি নরেশ জমাতিয়া।

তিনি জানান, বর্তমানে সংগঠনের আওতায় ২৩টি মহকুমা, ১৫৭টি অঞ্চল এবং ৭৯৬টি ইউনিট রয়েছে। এবারের সম্মেলনে মোট ৫৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। তাঁরা আরও জানান, ২০২২ সালের পর সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ৮৮ হাজারে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে মহকুমা স্তর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলি অত্যন্ত সফল হয়েছে এবং এবছর যুব সমাজের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁর কথায়, ২৯ জানুয়ারি সকাল ১১টায় আগরতলা টাউনহলে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মসূচির পর বেলা ১২টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশে সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত, রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।

তিনি জানান, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও তীব্র করার লক্ষ্যেই এবারের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি চাকরি, শূন্যপদ পূরণ, মনরেগা, কর্মসংস্থান-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থমূলক বিষয় নিয়ে সমাবেশে আলোকপাত করা হবে।

সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বটতলা—নাগেরজলা শাখার ৩৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বটতলা—নাগেরজলা শাখার ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সংস্থার অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান সংস্থার সভাপতি কমল দেব।

তিনি জানান, বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতা।

এরপর ১৪ই ফেব্রুয়ারি মেগা রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান তিনি।

বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আবক্ষ মূর্তি আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি কমল দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক উত্তম সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা।

খোয়াইয়ের ধলাবিলের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা অবমাননের অভিযোগ, ক্ষোভ এলাকাজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গোটা দেশ যখন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবে মেতে উঠেছে, ঠিক সেই সময় খোয়াই জেলার ধলাবিল এলাকায় অবস্থিত সিধু—কানু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা অবমাননের অভিযোগ উঠে এল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুধা দেবী এবং সহকারী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন শেফালী পাল দেব। নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নামানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত জাতীয় পতাকাটি প্রায় দুই ফুট নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় উড্ডীয়মান ছিল।

এলাকাবাসীদের দাবি, যেভাবে জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছে, তাতে পতাকার নিরাপত্তা ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। যদিও ২৬ জানুয়ারিতে পতাকা উন্মোচন করার কথা, উত্তোলন করার কথা নয়। পতাকাটি বিপজ্জনক ও অযত্ন অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তর ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন আদৌ কোনো তদন্ত শুরু করে কি না এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সকলের।

কাম্বুকছড়ায় ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ান সিআরপিএফের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা আরডি ব্লকের অন্তর্গত কাম্বুকছড়া এসবি স্কুল মাঠে আজ ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ান সিআরপিএফের উদ্যোগে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষামূলক সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলাকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও সুস্থ ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ান সিআরপিএফের কমান্ডেন্ট রাবিশ কুমারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কমান্ডেন্ট রাবিশ কুমার জানান, সিআরপিএফ শুধু দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বই পালন করে না, পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এলাকার মানুষের সাংস্কৃতিক, মানসিক ও দৈহিক বিকাশের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সিআরপিএফ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা আরও দৃঢ় হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষজন ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ইসকনের উদ্যোগে অন্নদান কর্মসুচি

আগরতলা: ২৭ জানুয়ারি : ইসকন একটি বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্মের অগ্রণী প্রচারক সংস্থা হলেও, মানব সেবায় তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকা সকলের হৃদয়কে এক অনন্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জুড়ে দেয়। এরই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা গেল ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক দিবসে। ঐ দিন আগরতলার আশ্রম চৌমুহনীস্থিত ইস্কন হরেকৃষ্ণ মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মঙ্গলালোক শক্তিসদনের সমস্ত আবাসিকদের জন্য সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদমের ব্যবস্থা করা হয়। এমনিতেই মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত শহরের বিভিন্ন প্রাণ কেন্দ্রে তথা বিভিন্ন সংস্থায় প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তবে ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে এই দিন বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়ে ঐদিন শক্তিসদনের সবাই আপ্লুত হয়ে পড়েন।

নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষায় জনজাতি যুব সম্প্রদায়কে সব সময় সজাগ থাকতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি হলো রাজ্যের অলংকার। বর্তমান সরকার রাজ্যে প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের শালচাদর পরিয়ে সংবর্ধনা জানান এবং জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও জনজাতিরা অবহেলিত ছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রথম কেন্দ্রে জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে আলাদা দপ্তর বা মন্ত্রক গঠন করে। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রতিটি রাজ্যের জনজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডাকে বর্তমান সরকারই সঠিক সম্মান জানিয়েছে। বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একজন জনজাতি মহিলা। এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই বর্তমান সরকারের জনজাতি দরদি হওয়ার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন, আধুনিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষায় জনজাতি যুব সম্প্রদায়কে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে জনজাতি যুবদের আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। ২০১৯ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যে ৮ জন জনজাতি বিশিষ্ট ব্যক্তি পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। যা অতীতে কখনও কল্পনাও করা যায়নি। সবকা সাথ সবকা বিকাশের অর্থই হলো জাতি, জনজাতিদের যুব, মহিলা, কৃষক সহ প্রতিটি অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের ধারাকে প্রবাহিত করা। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের রাজন্য ইতিহাস জড়িত স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধার করে সেগুলি পুনর্নির্মাণ করছে। কারণ রাজন্য ইতিহাসের সাথে জনজাতিদের ইতিহাসও জড়িত আছে। রাজ্যের নদী, পাহাড় সহ বিভিন্ন স্থানের নামকে ককবরকে রাখা হচ্ছে। রাজ্যে জনজাতি এলাকাগুলিতে শান্তি স্থাপনে এন.এল.এফ.টি., এ.টি.টি.এফ-এর সাথে চুক্তি করে তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রাজ্যের জনজাতিদের তৈরি রিসা এবং পাছড়া জি.আই, ট্যাগ পেয়ে সারা ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের জনজাতি এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের জনজাতি এলাকাগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন বৃত্তি, নতুন হোস্টেল, নতুন বিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। জনজাতি এলাকায় বিভিন্ন ছাত্র, ছাত্রী আবাসগুলির সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই ১৪০ জন হোস্টেল ওয়ার্ডেন নিযুক্ত করা হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, সরকার রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে বাস্তব সম্মতভাবে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের জনজাতি এলাকাগুলিতে যেখানে আগে রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা ছিল না সেখানে আজ এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে জনজাতিদের জীবনযাত্রার দ্রুত উন্নয়নে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। সেই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে হবে।

এছাড়া ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্য বিভিন্ন পুরস্কার পাচ্ছে। ভালো কাজের জন্য ত্রিপুরা দেশের সর্বত্র পরিচিতি পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশীকুমার।

সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো প্রজাতন্ত্র দিবস

আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সিপিআই(এম)-এর রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান। সকালবেলায় পার্টির রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন। পতাকা উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

এদিন পার্টির পক্ষ থেকে রতন ভৌমিক দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রতন দাস, শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং রাজ্য দপ্তরের সদস্যরা। এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস কেবল জাতীয় ইতিহাস উদযাপনের দিন নয়, বরং এটি নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতীক।

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অসুস্থ তিন ছাত্রী, হাসপাতালে ভর্তি

আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি: সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে অসুস্থ হয়ে পড়ল তিন ছাত্রী। ঘটনা ঘটে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান চলাকালীন।

অসুস্থ হওয়া তিন ছাত্রী হলেন রেখা দেববর্মা, মাধুরী দেববর্মা এবং তৃষা সরকার। তারা মাথা ঘুরে মাঠের মধ্যে পড়লে তড়িঘড়ি করে তাদের বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক ড. জয় দেববর্মা জানান, ছাত্রীদের শরীরে সুগারের মাত্রা কমে গিয়েছিল, যার ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমরা তাদেরকে ও আরএস খাওয়ানোর পর তাদের অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানান, ছাত্রীরা এখন পর্যবেক্ষণে আছেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন।

ফের স্মার্ট সিটির কাজে গ্যাস পাইপলাইন ফেটে বিপত্তি, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ টিএনজিসিএলের

আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি: ফের স্মার্ট সিটির কাজ করতে গিয়ে গ্যাসের পাইপলাইন ফেটে চরম বিপত্তির সৃষ্টি হলো রাজধানীতে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে, প্রায় রাত বারোটা নাগাদ। রাজধানীর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় স্মার্টসিটির কাজ চলাকালীন একটি জেসিবি দিয়ে মাটি কাটতে গিয়ে টিএনজিসিএলের গ্যাসের পাইপলাইন কেটে যায় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন টিএনজিসিএলের এক আধিকারিক। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, স্মার্ট সিটির কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কোনও ধরনের পূর্ব সূচনা না দিয়েই গভীর রাতে রাস্তা কাটার কাজ চালাচ্ছেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী রাস্তা কাটার আগে টিএনজিসিএল-কে জানানো বাধ্যতামূলক, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তদারকি করতে পারেন।

টিএনজিসিএলের ওই আধিকারিক জানান, দিনের বেলায় যেসব এলাকায় স্মার্ট সিটির কাজ হচ্ছে, সেখানে টিএনজিসিএলের আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে নজরদারি করছেন। কিন্তু রাতের বেলায় কোথায় এবং কখন কাজ হচ্ছে, সে বিষয়ে টিএনজিসিএল-কে কিছুই জানানো হচ্ছে না। কোনও ধরনের পূর্ব নোটিস ছাড়াই গভীর রাতে কাজ

চালানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার পর তিনি বারবার স্মার্ট সিটির কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

টিএনজিসিএলের আধিকারিক সতর্ক করে বলেন, এইভাবে কোনও রকম সমন্বয় ছাড়াই বারবার গ্যাসের পাইপলাইন কাটা হলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যার খেসারত দিতে হতে পারে শহরবাসীকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানান।ওই আধিকারিকের বক্তব্য, একাধিকবার স্মার্ট সিটির আধিকারিকদের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা কোনও নিয়ম মানতে নারাজ। এর ফলে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। সৌভাগ্যবশত বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবে সমন্বয়হীনতা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজকর্ম নিয়ে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas